সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্তঃ।

বিজ্ঞাপন।

প্রখর দিনকর করাধিক বিস্তার বশতঃ প্রান্তরক্ষ-গোপম অজ্ঞান তিমিরান্ধকার সাধারণ ধরাঃ পণ্ডিত গণ সমীপে অস্মদাদির প্রার্থনীয় যে যথা সাধ্য বহু বিধ পদ্যে মৎ প্রণীত এই নব্য কাব্যে করুণারাশি প্রকাশি বর্গের অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আমাকে চরিতার্থ ও এই শ্রম সফল করিবেন এবং ভবদীয় সন্তান সম্পন্ন গুণগুণ গ্রাহকতা প্রকাশ করতঃ ইহার দোষ সমূহ মার্জ্জনা করিবেন অপর সর্ব্ব সাধারণ জন গণ জ্ঞাপনার্থে প্রচার করা যাইতেছে ইহাতে অন্যের অধিকারাভাব হেতুক কেহ অনুমতি না-নীত ছাপাইলে তাহাকে রাজ-দরবারে দণ্ড পাই-তে হইবেক।

শ্রীশ্রীনাথ দাস ঘোষ।

সাং পাণিহাটী।

গণেশ বন্দনা।

জয় জয় গণপতি গিরিজা নন্দন। গজেন্দ্র বদন মৌলে মন্দার ভূষণ॥ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা সুশোভিত। খর্ব্ব স্থূল কলেবর মূষিক বাহন॥ ব্রহ্ম আদি দেবে যারে করয়ে বাখান। সর্ব্ব বেত্তা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান॥ যোগেশ্বর জ্যোতির্ম্ময় দেব গজানন। সব দেব অগ্রে হয় তোমার অর্চ্চন॥ বেদান্ত বেদাগমে যার নাহি হয় সীমা। অনন্ত না পায় অন্ত যাঁহার মহিমা॥ আমি দীন বুদ্ধি হীন নাহি কোন জ্ঞান। কৃপা কর লম্বোদর হয়ে কৃপাবান॥ তোমার মহিমা গান করিতে মনন। শক্তি দেহি সিদ্ধিদাতা দেব গজানন॥ তন্নাম স্মরণে হয় কলুষ মোচন। সকল শাস্ত্র সিদ্ধ এই স্বরূপ বচন॥ বিঘ্ন হর লম্বোদর হয়ে কৃপাবান। তোমার করুণা বিনা নাহি দেখি ত্রাণ॥ এ ঘোর ভব সাগরে করুণা করিয়া। নিস্তার শ্রীনাথে প্রভু পদ তরী দিয়া॥

সরস্বতী বন্দনা।

বন্দ মাতা বীণাপাণি, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিত পাবনী নারায়ণী। ত্রিভুবন জ্ঞান দাত্রী, সর্ব্ব-জীবে অধিষ্ঠাত্রী, তুমি মাতা জগত জননী॥ শ্বেতা ক্ষণী ত্রিনয়নী, শ্বেত পদ্মে বিরাজিনী, শ্বেতাম্বরা পরা বাগ্‌বাণী। বাক্য রূপা সনাতনী, গীত বাদ্য প্রসবিনী, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী। তব কৃপা হয় যারে, মহা কবি বলি তারে, সকলেতে কয়য়ে বর্ণন। বাল্মীকাদি মুনিগণ, সেবিয়া তব চরণ, মহা জ্ঞানী ভক্তি বিচক্ষণ॥ মহাকবি বেদব্যাস, আর কবি কালী দাস, মত্তে সাধন করিয়া। খ্যাত নাম ত্রিভুবনে তোমার চরণ গুণে, তব পদ কমল সেবিয়া॥ তোমা-র করুণা সিন্ধু, হইতে যারে এক বিন্দু, বিতর গো করিয়া করুণা। ধন্য সেই ধরাপরে, সকলে প্রশংসা করে, নানা রূপে করয়ে গণনা॥ এ দীনে করুণা করি, কণ্ঠে উর বাগেশ্বরী, বাগ্‌বাদিনী জ্ঞান প্রদা-য়িনী। মনো তমো বিনাশিয়া, জ্ঞানাদিত্য প্রকা-শিয়া, নিস্তার মা বিবুধ বন্দিনী॥ তব চরণ কমল সুশীতল নিরমল, শ্রীনাথের সদত বাসনা। দয়া করি দীন হীনে, বিক্রমা নিজগুণে, অকিঞ্চনে মকরন্দকণা।

তৎসৎ।

সত্য নিরঞ্জন, ব্রহ্ম সনাতন, বেদেতে চিন্ময় কয়।
তুমি সূক্ষ্ম স্থূল, সকলের মূল, ব্যাপ্ত চরাচর ময়।
নিত্য নিরাকার, হইলে সাকার, উপাসক কার্য্য জন্য।
অসীম অনন্ত, অগম্য বেদান্ত, সকলের অগ্রগণ্য॥
ত্রিগুণ অতীত, ত্রিগুণ আশ্রিত, নির্গুণ সগুণ তুমি।
ব্রহ্ম পরাৎপর, ব্যাপ্ত চরাচর, আকাশ পাতাল ভূমি॥
নাহিক চরণ, সর্ব্বত্রে গমন, বিনা করে সব করে।
নাহিক নয়ন, সর্ব্বত্র দর্শন, ব্রহ্ম হেন শক্তি ধরে॥
দেবতা কিন্নর, ভূচর খেচর, সকলেতে আজ্ঞাবর্ত্তী।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্র সমূহ, সকলের অন্তর্ব্বর্ত্তী॥
ব্রহ্ম নিরাকার, প্রত্যক্ষ সাকার, দীপ্তমান যাহা হয়।
পাত্রে পাত্রে অম্বু, রবি প্রতি বিম্ব, সেরূপ জগত ময়॥ গাভী নানা বর্ণ, দুগ্ধ এক বর্ণ, না হয় যেমন ভেদ। সকলেতে গতি, হয় তার স্থিতি, যুক্তি সিদ্ধ এই বেদ॥

রাজপুত্র ও সেনাপতির জীবন উপাখ্যান।

পয়ার। চন্দ্রদ্বীপ নামে এক বিখ্যাত নগর। ইন্দ্রসেন নাম রাজা তাহার ঈশ্বর॥ দানেতে পূর্ণ যশে কর্ণের সমান। বিদ্যাবন্ত শান্ত দান্ত ধীর মতি-মান॥ রাজার মহিষী নাম ক্ষীরদবাসিনী। নিরুপমারূপা-বামা জিনি সৌদামিনী। এক দিন নৃপ-বর মহিষীর সঙ্গে। নিশিতে ছিলেন নানা কৌতুক প্রসঙ্গে॥ অকস্মাৎ নরপতি হয়ে অন্যমন। রহি-লেন বরাসনে মলিনবদন॥ ভূপতিকে মৃয়মাণ দেখি রূপবতী। কৃতাঞ্জলি করি কহে করিয়া মিনতি॥ কি কারণে অন্যমন বিরসবদন। অশ্রুপূর্ণ কি কারণ দেখি হে নয়ন॥ কি লাগিয়া মহারাজ দুঃখিত অন্তর। অন্তরেতে নিরন্তর কেন ভাবান্তর॥ শুনি রাজা

মহিষীর বিনয়বচন। মৃদুস্বরে কহিছেন বিষাদিত
মন॥ কৃপাসিন্ধু ভগবান জগত ঈশ্বর। বিন্দুদাত
আমারে করেছেন মহীশ্বর॥ অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ
বিশাল বিস্তার। পুত্র বিনা ত্রিসংসার সকলি অসার
নানারত্নে পরিপূর্ণ মম ধনাগার। পুত্ররত্ন বিনা
দেখি অন্ধকার॥ পুত্র হৈতে পুন্নাম নরক
পার। এমন তনয় নাহি হইল আমার॥ হেন পুত্র
রত্ন মোরে না দিল গোসাঞি। মম সম পাত
এ ধরাতলে নাই॥ কি কায সংসারে আর যাই ব
বাসে। ঈশ্বর সাধন বনে হবে অনায়াসে॥ অনি
শরীর এই জলবিম্ব প্রায়। পদ্মপত্রে জীবন জী
জন তায়॥ নিত্যবস্তু ভগবান অমূল্য যে ধ
রহেছি ভুলিয়ে পেয়ে সামান্য যে ধন॥ কায ন
রাজ্য ধন জন পরিবার। ধার্য্য করিয়াছি
অনিত্য সংসার॥ বৈরাগ্য আশ্রমি হয়ে বনে প্র
শিব। নিত্যবস্তু ভগবান পদ আরাধিব॥ ভূপ
বচনে মহিষী সকাতরা। বিষাদ অন্তরে বহে
নয়নে ধারা॥ নরপতি প্রতি কহে করি যোড়প
অতি মৃদুস্বরে নৃপে কহিছেন রাণী॥ অ
মহারাজ খেদ কি কারণ। উদ্বস্ত বারণ মনে

নিবারণ ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত আপনি বিচক্ষণ। অজ্ঞানের মত খেদ কর কি কারণ ॥ দৈববলে কোন কর্ম্ম না হয় রাজন। অতএব কর রাজা দেবতা অর্চ্চন ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগ যুগান্তরে। পুত্রার্থে করেছেন যজ্ঞ যত নৃপবরে ॥ যজ্ঞফলে সকলের হয়েছে সফল। অতএব দৈব বিনা আর নাহি বল ॥ ইন্দ্রসেন নরপতি প্রিয়সী বচনে। ধৈর্য্য হৈয়া বিচার করিলা মনেমনে ॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া। পার কর ভবসিন্ধু পদতরি দিয়া ॥

যজ্ঞারম্ভ ও কুমারের জন্ম।

পয়ার। নিশি অবসানে শশী গেলা স্থানান্তর। কুমুদী মুদিত হেল হয়ে ভাবান্তর ॥ প্রকাশ হইল দিবা দেখি দিবাকর। কমলিনী সরোবরে প্রফুল্ল অন্তর। আনন্দসলিলে ভাসেজলের হিল্লোলে। মকরন্দ পানে মত্ত মত্ত অলীকুলে ॥ চক্রবাক চক্রবাকী একত্রে মিলিল। প্রেমালাপে দোঁহে মুখে মুখ আরোপিল ॥ ইন্দ্রসেন নরপতি রাজা ইন্দ্রপ্রায়। প্রভাতেতে বার দিয়া বসিলা সভায় ॥ মন্ত্রী প্রতি

আদেশ করিলা নরপতি । যজ্ঞ আয়োজন মন্ত্রী কর শীঘ্রগতি ॥ যতেক ব্রাহ্মণ আছে মম অধিকারে । নিমন্ত্রণ লিপি শীঘ্র দেহ সবাকারে ॥ গুরু পুরোহিতে আন করি আবাহন । অদ্য মম বিশেষ আছয়ে প্রয়োজন ॥ রাজার আদেশে মন্ত্রী ত্বরান্বিত হৈয়া । নিমন্ত্রণপত্রিকা দিলেন পাঠাইয়া ॥ পত্রিকা পাইবা মাত্র যতেক ব্রাহ্মণ । চন্দ্রদ্বীপ নগরেতে করিলা গমন ॥ রাজার সভাতে সবে হৈলা উপনীত । গাত্রোত্থান কৈলা রাজা হয়ে ত্বরান্বিত ॥ ভূপতি ভূতলে আসি ত্যজি সিংহাসন । গলবস্ত্র হয়ে কহে মধুর বচন ॥ অদ্য যে সফল জন্ম অদ্য আমি ধন্য । ব্রাহ্মণ মণ্ডলি পদরজ প্রাপ্ত জন্য ॥ যে পদ কমলাকাঙ্ক্ষি কমললোচন । ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে করিল ধারণ ॥ সুকৃতির বৃক্ষ আজি আমার ফলিল । দেবত্ত দুর্লভপদ আমাকে মিলিল ॥ স্তবে তুষ্ট ভূপতি হয়ে বৃদ্ধগণ । আশীর্বাদ করিলা মুখে অ শীষবচন পাদ্য অর্ঘ আদি যত্নে দিয়া সবাকারে । সভা মধ্যে বসাইলেন অতি সমাদরে ॥ গলবস্ত্র হয়ে রাজ করিয়া মিনতি করযোড়ে কহিছেন মধুর ভারতী পূজার্থে করিব যজ্ঞ মনেতে বাসনা । কৃপা ক

মুনিগণ পুরাণ্ড কাহিনী। [illegible] বলিয়া [illegible] যতেক
ব্রাহ্মণ। আলোচিত্ত করিবারে যজ্ঞ আয়োজন ॥
ইন্দ্রসেন নরপতি বুধ আজ্ঞা লয়ে। আরম্ভ করিলা
যজ্ঞ শুদ্ধচিত্ত হয়ে ॥ বেদ পাঠে সহস্র সহস্র দ্বিজ-
গণ। নিযুক্ত করিয়া দিলে যজ্ঞ আভরণ ॥ নিত্য নিত্য
ব্রাহ্মণ ভোজন নানামতে। দক্ষিণা বিবিধ রত্ন দেন
আনন্দেতে ॥ যথা বেদ বিধিমতে যজ্ঞ সমাপিয়া।
ব্রাহ্মণে দিলেন দান নিবাক্ত করিয়া ॥ নানা রত্ন
পাইয়া যতেক বুধগণ। আনন্দসাগরে মগ্ন সবাকার
মন। পুত্রবতী ভব রাজ্ঞী বলিলা বচন ॥ ভূপতি
আনন্দ অতি হরষিত মন ॥ নানামতে স্তব স্তুতি
ব্রাহ্মণে করিয়া। বিদায় করিলা নানা রত্ন ধন
দিয়া ॥ স্বস্থ স্থানে প্রস্থান করিলা মুনিগণ। পুলকে
পূর্ণিত চিত্ত হইলা রাজন ॥ কিছু দিন পরে রাণী
হৈয়া ঋতুমতী। দৈবকর্মাকলেতে হইল গর্ভবতী ॥
পঞ্চমাসে পঞ্চামৃত দিলা নারীগণ। দশম মাসেতে
সাধ করিলা ভক্ষণ ॥ দশ মাস দশ দিন পূর্ণিত
হইল। শুভক্ষণে শুভলগ্নে পুত্র প্রসবিল ॥ ষোল-
কলা পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক শশধর। ভূমিষ্ঠ হলেতে উজ্জ্ব-
লিল ধরাপর ॥ অপরূপ রূপ দেখি যত নারীগণ।

রাজরাণী প্রতি কত সখন বচন॥ দৈব কর্ম্মক
রাণী কুমার তোমার আকার প্রকার যেন কে
অবতার॥ মন মন্মথরূপ কভু নাহি দেখি॥ ব
পুত্র মুখ দেখি যুড়াল গো আঁখি॥ হেন অপরূপ
রূপ না দেখি কখন। বিধাতা নির্জ্জনে বসি করে
গঠন॥ পরস্পর রামাগণ এক দৃষ্টে চায়। আনন্দি
মনে রাণী সবারে দেখায়॥ এইরূপ রামাগণ দেখি
কুমারে। প্রশংসা করিয়া গেল নিজ নিজ ঘরে
প্রসেনী বাহিরে গিয়া রাজসন্নিধানে। গলবস্ত্র হয়ে
কহে মধুর বচনে॥ নিবেদন করি শুন রাজা মহ
শয়। শুভক্ষণে হইয়াছে তোমার তনয়॥ শু
নরপতি অতি হরষিত মন। প্রসেনীরে পুরস্ক
দিয়ে নানা ধন। সিংহাসন অতি [illegible]
হয়ে। আনন্দ অন্তরে যান দেখিতে তনয়ে॥ পুলবে
পূর্ণিত হয়ে ভূপতি তখন। পদব্রজে অন্তঃপুরে
করিলা গমন॥ তনয়ের রূপ দেখি ইন্দ্রসেন ভূপ
আশ্চর্য্য হইলা দেখি অপরূপ রূপ॥ অপুত্রক অ
মনে তিমির যে ছিল; মম পুত্র মুখচন্দ্র তাহা বিনা
শিল॥ আনন্দিত হয়ে রাজা বাহিরে আসিয়া
আজ্ঞা দিল মন্ত্রী প্রতি সভায় বসিয়া॥ ব্রাহ্ম

পণ্ডিত যত সব অলঙ্কারে। যথা যোগ্যধন দান কর সবাকারে॥ ঘোষণা করহ মন্ত্রী রাজ্যের ভিতরে। কেহ নাহি রহে যেন বিরস অন্তরে॥ অন্ধ খঞ্জ দীন হীন দরিদ্র জনারে। ধন বিতরণ মন্ত্রী কর অকাতরে। [illegible] মন্ত্রী রাজ আজ্ঞা অনুসারে। অকাতরে ধন দান করিলা সবারে॥ প্রচুর পাইয়া ধন যতেক ব্রাহ্মণ। আশীর্বাদ করি [illegible] করিলা গমন॥ ক্রমেতে পঞ্চম মাস হইল অতীত। ষষ্ঠম মাসেতে রাজা আনি পুরোহিত॥ বেদ বিধি মতে পুত্রমুখে অন্ন দিলা। রাজপুত্র নাম চন্দ্রকুমার রাখিলা॥ শুক্লপক্ষ শশী তুল্য রাজার কুমার। দিনে দিনে বৃদ্ধি হয় অতি শোভাকর॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া। পার কর ভবার্ণবে পদতরি দিয়া॥

কুমারের বিদ্যারম্ভ।

পয়ার। একদিন নৃপবর বসিলা সভায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চতুর্পার্শ্বে শোভা পায়॥ অমাত্য বান্ধবগণ হইয়া বেষ্টিত। নক্ষত্রমণ্ডলে যেন চন্দ্রিমা শোভিত॥ গায়ক নর্তকগণ সম্মুখে বসিয়া। নৃত্য গীত আরম্ভিল

যন্ত্র মিলাইয়া ।। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী আ
লাপনে । অসিম আনন্দ পূর্ণ ভূপতির মনে ।। সে
কালে সভায় আসিয়া উপনিত । তেজস্বি তপ
তেজে তপনউদিত ।। ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা ক
গাত্রোত্থান । করযোড়ে নম্র দেতে করিলা সম্মান
সাষ্টাঙ্গেতে প্রণমিয়া যোড় করি কর । সবিন
কহিতে লাগিলা নরবর ।। কি কারণে মুনিবর হে
আগমন । স্বরূপ শুনিতে ইচ্ছা তব বিবরণ ।। বাক্য
বিনয়ে তুষ্ট হইয়া তখন । মৃদুস্বরে কহিলেন ম
বচন ।। সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা নাম বিদ্যা ব্যাবস
দেশ দেশান্তরে হইয়াছি দিগ্বিজয়ি ।। ভূপতির ক
বাণী করিয়া শ্রবন । দেখিতে এসেছি তব সভাস
গণ ।। রাজা ইন্দ্রসেন সর্ব্বানন্দের বচনে । আনন্দি
নরপতি হৈয়া মনে২ ।। বিচার করহ যত সভাসদগ
দিগ্বিজয়ি সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য সনে ।। রাজার আজ্ঞা
পেয়ে সভাসদগণ । বিচার আরম্ভ সভে করি
আরম্ভ ।। ন্যায় শাস্ত্র পাতঞ্জল বিবিধ প্রকার । সর্ব্বা
ভট্টাচার্য্য করেন বিচার ।। সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অ
বিচক্ষণ । পরাস্ত করিলা রাজ সভাসদগণ । সর্ব্বা
রাজা জিনিয়া বিচারে । মৃদুমন্দ বচনেতে কে

রাজারে ॥ তব সভাসদগণে করেছি পরাস্ত। বিচারে পণ্ডিত গণ হয়েছে নিরস্ত ॥ সভাসদগণ সত্য রহে মৌন হয়ে। কহিছেন সর্ব্বানন্দ রাজারে চাহিয়ে কাহার সহিত আমি করিব বিচার। আজ্ঞাকর মহারাজ যা ইচ্ছা তোমার ॥ হেনকালে কুমারেরে লইয়া ক্রোড়েতে। সৈরিনী আইস এক রাজার সভাতে ॥ কুমারের চমৎকার দেখিয়া সৌন্দর্য্য। কহিতে লাগিলা সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য ॥ শুন মহারাজ এই তোমার নন্দন। বিচারিয়া দেখিলাম সমস্ত সুলক্ষণ ইহার শিক্ষক আমি হইয়া রাজন। সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশা-রদ করিব নন্দন। আচার্য্যের বাক্য রাজা করিয়া শ্রবণ। কুমারেরে তখনি করিলা সমর্পণ ॥ সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য লইয়া কুমারে। নানা মতে শিক্ষা দেন হরিষ অন্তরে ॥ কিছুদিন শিক্ষা পাইয়া রাজারনন্দন সর্ব্ব শাস্ত্রে বিলক্ষণ হৈলা বিচক্ষণ ॥ কুমারেরে সুশিক্ষিত দেখিয়া আচার্য্য। কবিরত্ন দিগ্বিজয়ি মনে করি ধার্য্য ॥ উপাধি প্রদান করি রাজার নন্দনে। লৈয়া গেল কুমারেরে রাজার সদনে ॥ আচার্য্য দেখিয়া রাজা সম্ভ্রমে উঠিয়া। মৃদুস্বরে কহিছেন গলেবস্ত্রদিয়া ॥ কি কারণে আগমন কুমারে লইয়া

শুনিতে বাসনা বড় বল বিস্তারিয়া॥ রাজার বিনয়ে তুষ্ট হইয়া তখন। কহিতে লাগিলা হয়ে সহাস্য বদন॥ কুমারেরে মহারাজ করহ পরীক্ষা। কি পর্য্যন্ত শাস্ত্রসব হইয়াছে শিক্ষা॥ শুনি রাজা আদেশ করিলা বুধগণে। পরীক্ষা করত সভে আমার নন্দনে রাজার আদেশ পাইয়া সভাসদগণে। শাস্ত্রালাপ করিছেন কুমারের সনে॥ শাস্ত্রের প্রসঙ্গে সভে সন্তুষ্ট হইয়া। কহিতে লাগিলা সভে রাজারে চাহিয়া শুন মহারাজ এই তোমার নন্দন। সর্ব্বশাস্ত্রে হই-য়াছে অতি বিচক্ষণ॥ কুমারেরে শুশিক্ষিত দেখি নরপতি। আচার্য্যের প্রতি হৈলা হরষিত অতি॥ নানামতে স্তব স্তুতি করিয়া রাজন। আচার্য্যেরে পুরস্কার দিলা নানাধন॥ চিত্ররসেন নামে সেনাপতির প্রধান। কুমারে দিলেন শিখাইতে ধনুর্ব্বান॥ কিছু-দিনে অস্ত্র বিদ্যা হৈলা সুশিক্ষিত। দেখি চিত্ররসেন হৈলা পুলকে পূর্ণিত॥ নিত্য সঙ্গে করি লয়ে রাজার কুমারে। অরণ্যে প্রবেশ করে মৃগয়ার তরে॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া। পার কর ভবার্ণবে পদতরি দিয়া॥

রাজকুমারের মৃগয়া।

একদিন রাজপুত্র চিত্রসেন সনে। অরণ্যেতে প্রবেশিলা মৃগয়া কারণে॥ উত্তরিলা গিয়া দোঁহে গহণ কাননে। প্রফুল্ল অন্তরে করে মৃগ অন্বেষণে॥ নানা জাতি মৃগবধ করি দুই জনে। ভ্রমণ করেন দোঁহে আনন্দিত মনে॥ পথশ্রান্তে ক্লান্ত হয় রাজার নন্দন। বসিলেন বৃক্ষমূলে মলিন বদন॥ হেনকালে [illegible] ঘোর অন্ধকার [illegible] হইল রজনী॥ ভয়ে ভিত চিত দোঁহে করেন রোদন। কাতর হইয়া করে ঈশ্বর [illegible] নিধান্ কৃপাসিন্ধু দয়াময়। তব ইচ্ছামতে সৃষ্টিস্থিতি হয় লয়॥ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ আদি তব [illegible] নিয়মে গমন করিতেছে [illegible] শুনেছি পুরাণে। কিরূপে বিপদে প্রভু বাঁচাও কাননে॥ ঘোর অন্ধকার দেখি ভয়ে কাঁপে প্রাণ। তোমার করুণা বিনা নাহি দেখি ত্রাণ॥ এইরূপে দুইজনে করেণ রোদন। কম্পান্বিত কলেবর দেখি ঘোরবন ক্রন্দন করেন দোঁহে ব্যাকুল হইয়া। উপায় না পান কিছু মনেতে ভাবিয়া॥ বৃক্ষোপরে দুইজনে করি

আরোহন। বসিয়া রহিলা অতি বিসাদিত মন॥ ইতিমধ্যে শব্দ এক করিয়া শ্রবণ। চিত্রসেন প্রতি কহে রাজার নন্দন॥ কিসের এ ধ্বনি শুনি কর অনুভব। আচম্বিতে শুনি একি কোলাহল রব॥ কম্পান্বিত কলেবর হৈয়া দুইজন। ভয়ে ভিত চিত্ত মুখে নাসরে বচন॥ ক্রমেং বৃদ্ধি হৈল কোলাহল ধ্বনি। স্তব্ধ হয়ে রহে দোঁহে ঘোরশব্দ শুনি॥ ভয়ঙ্কর বেশ অশ্বারোহি অস্ত্রধারি। মহাদম্ফ করি আসিতেছে সারিং॥ যেই বৃক্ষে দুইজনে ছিল লুকাইয়া। উত্তরিল অশ্বারোহি সব তথা গিয়া॥ অশ্ব বান্ধি সকলেতে নামি ভূতলেতে। বিবধ আয়ুধ করে করি সকলেতে॥ দস্যুবৃত্তি করিবার করিয়া মনন। পরস্পর পরামর্শ করে জনে জন॥ শুনি চিত্রসেন রাজ কুমারেরে কয়। এই সব দস্যুদল হইবে নিশ্চয়॥ নিশব্দে থাকহ এই বৃক্ষের উপরে। দস্যুগণ দুষ্টতর কদাচ না করে॥ এত বলি দুইজনে নিস্তব্ধ হইয়া বৃক্ষোপরে ভিত হয়ে রহে লুকাইয়া। দৈব নির্ব্বন্ধন যাহা কে খণ্ডাতে পারে। কালে পূর্ণ হয় বিধি লিপি অনুসারে॥ যেই শাখা ধরি ছিলা রাজার নন্দন। সেই শাখা ভাঙ্গ হৈয়া পড়িল তখন॥ একত্রে বসিয়া

তথা ছিল দস্যুগণ। শাখা সহ কুমার হয়া হইল পতন॥ অকস্মাৎ শাখা ভগ্ন দেখি ভূতলেতে। দ্রুত হয়ে নিকটেতে আইল সকলেতে॥ ভগ্ন শাখা সকলেতে করি নিরীক্ষণ। কুমারেরে দেখিতে পাইল অচেতন॥ চমৎকার হৈল দেখি রূপের লাবণ্য। পরস্পর কহে সবে এ নহে সামান্য॥ হেন অপরূপ রূপ কভু দেখি নাই। চল ভাই সঙ্গে করে এরে লয়ে যাই॥ বহু ধন পাব এরে করিলে বিক্রয়। অন্যথা নাহিক ইথে জানিহ নিশ্চয়॥ এত বলি রাজপুত্রে করিয়া বন্ধন। সঙ্গে করি লয়ে সবে করিল গমন॥ দৃঢ় বন্ধনেতে মনে ব্যথিত হইলা। রাজার নন্দন ভয়ে কান্দিতে লাগিলা॥ অনাথের নাথ জগত কর্ত্তা জগবন্ধু। কাতর কিঙ্করে কৃপা কর কৃপাসিন্ধু॥ তোমা স্মরণে নাহি থাকে যম ভয়। তবে কেন দস্যু হস্তে মোর প্রাণ যায়॥ দৈব নির্ব্বন্ধন যাহা কে খণ্ডাতে পারে। আপনি ভোগিব আত্ম কর্ম্মঅনুসারে॥ মম পিতৃ শাসনেতে এই দস্যুগণ। অরণ্যে থাকিয়া সবে যাপয় জীবন॥ সেই সব দস্যুগণ মোর প্রাণ বধে। রাখাও করুণাময় কিঙ্করে বিপদে॥ পুরাণে শুনেছি

তব মহিমা অপার। প্রহ্লাদে বিপদে হরি করিলে নিস্তার ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর নারায়ণ। বিপদে রাখিলা পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥ দ্রৌপদীর বস্ত্র হরি লয় দুঃশাসন। কাতরে তোমারে হরি করিলা স্মরণ ॥ বস্ত্ররূপা হয়ে তার লজ্জা নিবারিলা। দুর্ব্বাসার শাপে পাণ্ডবেরে বাঁচাইলা ॥ ভকত বৎসল হরি তুমি ভগবান। কাতর কিঙ্করে প্রভু কর পরিত্রাণ ॥ কি লাগে দোষিত আমি আছি তব পায়। কৃপাসিন্ধু কৃপা করি বাঁচাও আমায় ॥ ভব বন্ধ মোচন হয় ও নাম স্মরণে। তবে কেন থাকি এই সাগর [illegible] নানামতে রাজপুত্র করেন ক্রন্দন। বান্ধি লয়ে দস্যুগণ করিলা গমন ॥ দিগ দিগান্তর ছাড়াইয়া নানা দেশ। নিবিড় অরণ্য মধ্যে করিল প্রবেশ ॥ পর্ব্বত গহ্বরে সবে করিলা গমন। অন্ধকার দেখি রাজ-নন্দন সভয়ে সঘন ॥ পথ নাহি দৃষ্টি হয় ঘোর তমোময়। সঙ্গে২ চলি গেলা রাজার তনয় ॥ প্রজ্জ্বলিত শিখা এক দেখিয়া নয়নে। ভয়ে ভিত অশ্রুধারা বহে দুনয়নে ॥ ক্রমে ক্রমে গমন করিয়া সকলেতে। প্রবেশ করিলা এক বাটির মধ্যেতে ॥ চন্দ্র সূর্য্য সম তেজ রত্ন নানা জাতি। নানাবর্ণে উজ্জ্বলিত হয় তার

তি ॥ শেল শূল অসি চর্ম্ম মুদগর মুদ্গর। ধনুর্ব্বাণ ঝাঁকো ভূণ সহ নানা শর ॥ সেই স্থানে গাঙ্গপুত্রে বন্ধন করিল। দস্যুগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল ॥

পয়ার। বৃক্ষ হৈতে চিত্রসেন এরূপ দেখিয়া। যাহারে লইয়া গেল বন্ধন করিয়া ॥ ভূতলে নামিলা অতি হয়ে ম্রিয়মান। অস্তাচলে দিনমণি করিল প্রস্থান ॥ কুমুদী মুদিত হৈল রবির কিরণে। সেকে প্রফুল্ল চিত্ত কমল কাননে। চক্রবাক চক্রবাকী হইল মিলন। প্রেমালাপ রঙ্গে দোঁহে আনন্দিত মন ॥ অলিকুল পিয়ে মকরন্দ কমলিনী কোলে। দুলে দোলে মন্দ বায়ে জলের হিল্লোলে ॥ নানা পক্ষির শুনিয়া মধুস্বর। নিশি অবসান বিভাকর ॥ বৃক্ষ হৈতে চিত্রসেন আসি ধরাপর। রোদন করেন বন দেখি ভয়ঙ্কর ॥ বিবেচনা করিলেন আপনার মনে। এসব বৃত্তান্ত যদি জানাই রাজনে ॥ ভূপতি শুনিলে এই সব বিবরণ। পুত্রশোকে নরপতি ত্যজিবে জীবন ॥ ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র প্রবেশিলা বন। দশরথ রাজা শোকে ত্যজিলা জীবন ॥ কায নাহি এসমাচার জানায়ে রাজারে। অন্বেষণ

করি আপ্ত সাধ্য অনুসারে॥ মলিন বদন অতি বিরষ অন্তরে। প্রবেশ করিলা ঘোর অরণ্য ভিতরে॥ কোথা রাজপুত্র বলি করেন ক্রন্দন। আমারে ত্যাজিয়া কোথা করিলে গমন॥ একত্রে এসেছি দোঁহে মৃগয়ারঙ্গেতে। হারাইলাম তোমারে অরণ্য ভিতরে॥ ভ্রমণ করিতে ছিল অর্দ্ধ অদর্শনে। একাকী গেলেজ মোরে ত্যজিয়া কেমনে॥ কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে। ত্যজিব এপ্রাণ এই গহন কাননে॥ যদ্যপি তোমার নাহি পাই অন্বেষণ। নিশ্চয় ত্যজিব আমি জীবনে জীবন॥ কিম্বা উচ্চ গিরি হইতে হইয়া পতন। আত্মঘাতি হব আমি তোমার কারণ॥ এতবলি ঘোরবনে করিলা প্রবেশ চিত্রসেন রাজপুত্রে করিতে উদ্দেশ॥ দিবসেতে অন্ধকার গহনকানন। পত্রে পত্রে আচ্ছাদিত অরুণ কিরণ॥ সভয়ে কম্পিত তনু মলিন বদন। কোথা রাজপুত্র বলি করেন রোদন॥ এইরূপে চিত্রসেন কানন ভিতরে। দুনয়নে বারিধারা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥ অন্নাভাবে ফলমূল করেন ভোজন। অন্যভাবে বৃক্ষমূলে করেন শয়ন॥ বনমধ্যে ইতস্তত ভ্রামতে ভ্রমিতে। কতদূরে গিরি এক পাইলা দে:

ধতে ॥ সেই গিরি শৃঙ্গোপরি কৈলা আরোহণ।
তুর্দ্দিক লোকালয় হবে দরশন ॥ এতবলি শৈল
পরে উঠিলেন গিয়া। দেখিতে লাগিলা চতুর্দ্দিক
নিরখিয়া ॥ কতদূরে অগ্নি শিখা দেখি প্রজ্জলিত।
চিত্রসেন ভয়ে মনে হইলা ভাবিত ॥ সত্য কিম্বা
ভ্রম হৈল করিয়া মনন। সেইদিগে পুনঃ পুনঃ করে
নিরীক্ষণ ॥ মিথ্যানহে সত্য মনে প্রতীত হইল।
গিরিহৈতে চিত্রসেন ভূতলে নামিল ॥ দিকনিরূপণ
করি সেইদিগে যান। ভ্রমিতে ভ্রমিতে অন্বেষণ
নাহিপান। বৃক্ষমূলে বসিলেন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে।
ক্ষুধায় আকুল ব্যাকুলিত চিত্তহয়ে ॥ ফল অন্বেষণে
প্রবেশিলা কাননেতে। যোগী এক দেখিলেন বৃক্ষে-
রমূলেতে॥ ধ্যানস্থ হইয়া যোগী আছে যোগাসনে
পুলকে পূর্ণিত হৈলা যোগী দরশনে ॥ গলবস্ত্র
হয়ে পদতলেতে পড়িল। মৃদুস্বরে যোড়করে
কহিতে লাগিল ॥ স্তবেতুষ্ট যোগীবর হইয়া ত-
খন। ধ্যানভঙ্গ হয়ে কৈল চক্ষু উন্মীলন ॥ চিত্রসেন
গল বস্ত্র দেখিতে পাইয়া। কৃপা করি কহিলেন বৎ-
সসম্বোধিয়া ॥ কিকারণে একাকী আইলে ঘোর-
বনে। বিস্তারিয়া কহ শুনি সব বিবরণ ॥ আদ্য অন্ত

বিবরণ সন্ন্যাসিকে বলি। দাণ্ডাইয়া রহিলেন হয়ে কৃতাঞ্জলি॥ শুনিয়া সন্ন্যাসী কহিছেন মৃদু স্বরে। এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন ঘটিল তোমারে॥ অগ্নিশিখা ন্যায় যাহা দেখিছ নয়নে। তাম্রদ্বীপ নামে খ্যাত বিখ্যাত ভুবনে॥ আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে যায় দেখিবারে। দুর্গম দুর্গের জন্য যাইতে না পারে॥ সিংহ ব্যাঘ্র নানা জন্তু আছে পথ মধ্য। সেকারণে যাইতে নাহিক কারসাধ্য॥ বহুকাল আছি আমি এই কাননেতে। অনেকেরে এই পথে দেখেছি যাইতে॥ আশ্চর্য্য দেখিয়া যায় করিতে দর্শন। কখন না দেখি কার পুনরাগমন॥ স্বদেশে ফিরিয়া যাও লইয়া জীবন। প্রাণ হারাইবে মিছা কর্ম্মে কি কারণ॥ অতএব তোমারে আমি করিছে বারণ। কদাচ এ পথে তুমি করোনা গমন॥ যোগীবর বাক্যে চিত্রসেন সেনাপতি। করযোড়ে কহিলেন করিয়া মিনতি॥ সময়ে মরিবে সবে জগত সংসারে। অবিদিত কিবা বল আছে আপনারে॥ পরমায়ু সত্বে কার সাধ্য হিংসা করে। কাল পূর্ণ হইলেনর অনায়াসে মরে॥ একান্ত বাসনা মোর যাইতে এইপথে। নিষেধ না করিবে আমারে কোনমতে॥ কোনরূপে যা কিছিল

দথি যোগীশ্বর। কহিতে লাগিলা হয়ে দুঃখিত অন্তর ॥ শুনবাপু কহি তাম্রদ্বীপ বিবরণ। দেখিতে অগ্নি প্রজ্জলিত যেন হুতাশন ॥ তাম্রদ্বীপ নামে থাকে স্বর্ণপূর্ব্বে নির্ম্মিত। তপনের তাপে নিত্য হয় প্রজ্জলিত ॥ পুরুষ নাহিক তথা স্ত্রীলোকের রাজ্য। কুবেরের সমান যে অতুল ঐশ্বর্য্য ॥ পথিমধ্যে নদী এক আছে ভয়ঙ্কর। পারহওয়া সেই নদী বড়ই দুষ্কর ॥ মনুষ্যের সমাগম নাহিক সেখানে। তরণী বিহনে পার হইবে কেমনে ॥ যোগীর মুখেতে শুনি এতেক বচন। প্রণমিয়া পদতলে করিলা গমন ॥ উদ্যোগি নাহলে কোন কর্ম্ম নাহি হয়। উদ্যোগী পুরুষ ধন্য বুধগণে কয় ॥ অবশ্য যাইব আমি কভু নহে আন। এতবলি উঠিল স্মরিয়া ভগবান ॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া। ভবার্ণবে পার কর পদ তরি দিয়া ॥

চিত্রসেনের তাম্রদ্বীপে গমন।

দীর্ঘ ত্রিপদী। চিত্রসেন সেনাপতি, দুঃখিত অন্তর অতি, পদব্রজে করিছে গমন। ঘিরে ঘিরে

চলি যান, দুঃখে অতি ম্রিয়মান, বিষাদিত মলিন-বদন ॥ ভয়ঙ্কর বন দেখি, ছল ছল করে আঁখি, অশ্রুধারা বহে দুনয়নে। গগণে উদয় ভানু, তাপেতে তাপিত তনু, অচেতন হন ক্ষণে ক্ষণে ॥ ঈশ্বরে করি স্মরণ, প্রবেশি গহনবন, ভয়ে ভীত কম্পিত হৃদয়। দুঃখিত হয়ে অন্তরে, কান্দিছেন উচ্চৈঃস্বরে. রক্ষা কর হরি দয়াময়। ভক্তাধীন কৃপাসিন্ধু, দীনহীন জনবন্ধু, দয়াময় শুনেছি পুরাণে। গতিহীন নিরাশ্রয়, দেহি প্রভু পদাশ্রয়, বিপাকে কাননে মরি প্রাণে ॥ তন্নাম স্মরণ করি, ভবসিন্ধু যায় তরি, আপনি কাণ্ডারি হও তার। এদিনে করুণা করি, পদাশ্রয় দিয়া হরি, এঘোর বিপদে কর পার ॥ তপনতনয় ভয়, নামগুণে নাহি রয়, মহাপাপী বৈকুণ্ঠেতে যায়। [illegible] তোমা বিনে, গতি নাহি দীনহীনে, কৃপা করি রাখ নিজ পায় ॥ উত্তাপে তাপিত কায়, ব্যাকুলিত পিপাসায়, জল অন্বেষণেতে চলিলা। অতি রম্য সরোবর, দেখি অতি মনোহর, চিত্রসেন তথা উত্তরিলা। করি সেই জলপান, চৌদিগে ফিরিয়া চান, স্নানাদি করিয়া সেই নীরে। পুলকে পূর্ণিত মন, করিছেন

নিরীক্ষণ, বসি সেই সরোবরতীরে ॥ হয়ে অতি হৰ্ষমতি, চিত্রসেন সেনাপতি, ঘোর শব্দ শুনিতে পাইয়া। কিসের এ কলরব, করিছেন অনুভব, সরোবর তীরেতে বসিয়া ॥ শ্রীহরি স্মরণ করি, উঠিলেন ত্বরা করি, চলিলেন শব্দ অনুসারে। ক্রমেতে করি গমন, ধীরমতি বিচক্ষণ, উত্তরিলা গিয়া নদী-তীরে ॥ দেখি নদী ভয়ঙ্কর, বিষাদিত গুণাকর, বসিলেন নদীকুলে গিয়া। শুনিয়া স্রোতের শব্দ, মনেতে হইয়া স্তব্ধ, চিত্রসেন উঠে শিহরিয়া ॥ বিশেষে আমি একাকী, তরণী নাহিক দেখি, কিরূপে হইব ইথে পার। বিষণ্ণ হয়ে অন্তরে বসি সেই নদী-তীরে, মনে মনে করেন বিচার ॥ এঘোর ভবসাগরে, পদতরী দিয়া মোরে, কাতর-কিঙ্করে কর পার। তোমার করুণা বিনে, নিরুপায় দীনহীনে, কর দুর্গে শ্রীনাথে নিস্তার ॥

পয়ার। প্রভাতে কুমারে লয়ে যত দস্যুগণ। বাহিরে আনিল মুক্ত করিয়া বন্ধন ॥ অশেষ প্রকারে শাস্তি দিয়া কুমারেরে। বন মধ্যে প্রবেশিল প্রাণ নাশিবারে ॥ কালকেতু নামে এক দস্যুর প্রধান।

করে অসি করি গেলা নাশিবারে প্রাণ ॥ আর আর দস্যুগণ তাহার সহিতে। অস্ত্রধারি হয়ে গেল কুমারে নাশিতে ॥ দস্যুপতি তীক্ষ্ণ অসি করি উত্তোলন কুমারেরে নাশিবারে করিল মনন ॥ অকস্মাৎ সেই অসি ঈশ্বর ইচ্ছায়। খসিয়া পড়িল দস্যুপতি মাথায় ॥ অসিঘাতে কালকেতু গেল যমালয় দেখি সব দস্যুগণ মনে পায় ভয় ॥ অধোমুখ হইল সভে আশ্চর্য্য দর্শনে। কুমারের প্রতি [illegible] বচনে ॥ কাহার তনয় তুমি কোথা তব বাস। সত্য করি কহ শুনি কিবা তব নাম ॥ ভয়ে ভীত রাজ পুত্র হইয়া তখন। বিনয় পূর্ব্বকে কহে মধুর বচন চন্দ্রদ্বীপ নামে এক বিখ্যাত নগর। ইন্দ্রসেন নাম রাজা তাহার ঈশ্বর ॥ তাঁহার তনয় আমি শু[illegible] [illegible] সেনাপতি সহ আসি মৃগয়া [illegible] রাজপুত্র যখন দিলেন পরিচয়। শুনি দস্যুগণ ভয়ে কম্পিত হৃদয় ॥ গর্ব্বিতবচনে কহে রাজা নন্দনে। এখনি তোমারে সভে বধিব পরাণে লক্ষ মুদ্রা যদি পার করিতে অর্পণ। এখনি করিয়া দিব বন্ধন মোচন। শুনি রাজপুত্র কন দস্যুগণ প্রতি। ভয়ে ভীতচিত্ত হয়ে করেন মিনতি ॥ অদ্য

আছয়ে এক সঙ্গেতে আমার। দুই লক্ষ মুদ্রা মূল্য হইবেক তার ॥ মাণিক অঙ্গুরি ভাই করিয়া গ্রহণ। কৃপা করি কর মোর বন্ধন মোচন ॥ এত শুনি দস্যুগণ অঙ্গুরি লইল। রাজপুত্র প্রতি সভে কহিতে লাগিল ॥ শপথ করহ যদি ধর্ম্মসাক্ষি করি। ছাড়িয়া দিব তোমারে লইয়া অঙ্গুরি ॥ তোমার এরাজ্য তুমি রাজার নন্দন। সত্য করি কহ নাহি করিবে শাসন ॥ এত স্থান আমাদের করোনা প্রকাশ। রাজপুত্র বলি মনে হইতেছে ত্রাস ॥ শপথ করিয়া কহে রাজার তনয়। ধর্ম্মসাক্ষি থাক সভে হইয়া নির্ভয় ॥ এত শুনি দস্যুগণ রাজার কুমারে। লয়ে গেল সঙ্গে করি নিজ অন্তঃপুরে ॥ মহিষীর হস্তেতে করিয়া সমর্পণ। আদ্য অন্ত কহিলা সকল বিব রণ। [illegible] বাৎসল্যভাবেতে লয়ে করাও ভোজন। না চেন ইহারে ইনি রাজার নন্দন ॥ দস্যুাধ্যক্ষ রমণী পাইয়া পরিচয়। রূপের লাবণ্য দেখি হইল বিস্ময় ॥ আনন্দ অন্তরে লয়ে রাজার কুমারে। ভোজন করায় বসি অতি সমাদরে ॥ অপূর্ব্ব শয্যার পরে করায় শয়ন। আপনি বসিয়া করে চামর ব্যজন ॥ দস্যুাধ্যক্ষে জিজ্ঞাসিল রাজার কুমার। কোথা ধাম

কিবা নাম বলহ তোমার ॥ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র রাজার তনয়। দস্যুধ্যক্ষ তারপর কহিল পরিচয়। শ্রীনাথে করুণাময়ী করুণা করিল। ভবার্ণবে পার কর পদতরি দিয়া।

দস্যুপতির পরিচয়।

পয়ার। সুবাহু নামেতে রাজা কর্ণাট ঈশ্বর। প্রজার পালনে রামচন্দ্রের সোসর ॥ অধিকারে নাহি ছিল অকাল মরণ। রাজপুণ্যে মহাসুখি ছিল প্রজাগণ ॥ মহাধনি দেবানন্দ বণিক নামেতে। বসতি করিত সেই কর্ণাট রাজ্যেতে ॥ কুবের সমান ধনে ধর্ম্মপরায়ণ। বিশ্বকেতু শ্বেতকেতু তাঁহার নন্দন ॥ বিশ্বকেতু নাম যাঁর তিনি মম জ্যেষ্ঠ। শ্বেতকেতু মোর নাম তাহার কনিষ্ঠ ॥ বিশ্বকেতু বয়ঃপ্রাপ্ত হইল যখন। অকস্মাৎ পিতা কৈলা স্বর্গ আরোহণ ॥ তাঁর হস্তগত্যে বত হৈল পিতৃধন। অল্পবয়স্ক শিশু আমি ছিলাম তখন ॥ বানিয্য ক-

হইল ॥ মনে মনে শশীমুখী বিস্ময় হইল। কি লা
গিয়া বিশ্বকেতু বৈমুখ হইল॥ অবশ্য সঁপেছে প্রা
কোন কামিনীরে। তেকারণে মোর প্রতি নাহি চা
হিরে॥ বিশ্বকেতু বিনা রাজ্ঞী হইয়া চঞ্চলা। অন্ত
রেতে নিরন্তর দহিতে লাগিলা॥ বিচ্ছেদে বিদি
তনু শীর্ণ কলেবর। কামানলে দগ্ধ চিত্র ব্যাকুল অন্ত
বিশ্বকেতু রূপ দেখে শয়নে স্বপনে। অস্থিচর্ম্ম অব
শেষ ক্ষিণ দিনে দিনে॥ অধৈর্য্যা হইলা প্রাণে ধৈর্য
নাহি মানে। ভ্রমণ করিতে রাণী গেলা পুষ্পো
দ্যানে॥ বিরহে ব্যাকুলা অতি হইয়া চঞ্চলা। বিশ্ব
কেতু বিরহেতে কান্দিতে লাগিলা॥ হত ভাগা মম
সম নাহিক জগতে। দগ্ধ হইতেছে প্রাণ বিরহা
নলেতে॥ অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনী কোলে
মধুপানে মত্ত হয়ে আনন্দেতে দোলে॥ রাজার ন
ন্দিনী আমি রাজার গৃহিণী। বিরহানলেতে দগ্ধা দি
বস রজনী।

পয়ার। নানামতে রাজরাণী বিলাপ করিয়া
বসিলেন ধরাতলে মৃয়মান হৈয়া॥ হেন কালে কো
কিল করিল কুহুধ্বনি। গর্ব্বিত বচনে তারে কহিছে

ধনী ॥ স্থানান্তরে প্রস্থান করহ পিকবর। তীর সম কাণে বিন্ধে তোমার ও স্বর॥ এইরূপে তিরস্কার করি কোকিলেরে। উত্তরিলা গিয়া পুষ্পোদ্যানের ভিতরে। নানাজাতি মল্লিকা মালতী জাতি যুতি। কুন্দ সেফালিকা জবা গোলাপ সেঁওতি॥ প্রস্ফুটিত হইয়াছে নানাজাতি ফুল। দেখিয়া চঞ্চলা রাণী হইলা ব্যাকুল॥ নানাজাতি কুসুমে দেখিয়া প্রস্ফুটিতা। কহিতে লাগিলা ক্রোধে রাজার বনিতা॥ বিরহিণী দেখ মোরে প্রফুল্ল হইয়া। ব্যঙ্গ করিতেছ মোরে একাকী পাইয়া॥ বিরহে বিহ্বোলা হয়ে রাজার গৃহিণী। উন্মাদিনী প্রায় ভ্রমিতেছে একাকিনী॥ বিশ্বকেতু বিরহেতে রাজার মহিলা। মনাগুণে দগ্ধ চিত্র কান্দিতে লাগিলা॥ কখন বা ভূমিতলে করেন শয়ন। কখন বা চতুর্দ্দিগ করেন ভ্রমণ॥ হেনকালে অস্তাচলে গেল দিনমণি। কমল মুদিত হৈল হইয়া মলিনী॥ বিরহে ব্যাকুলা চিত্র হয়ে রাজরাণী। রোদন করেন পুষ্পোদ্যানে একাকিনী॥ একেশ্বর বিশ্বকেতু অতি ধীরে ধীরে। যা ইতে ছিলেন রাজ নন্দিনী মন্দিরে॥ গগণে উদয় ষোল কলা পূর্ণ শশী। চিনিতে পারিলা তারে

রাজার মহিষী ॥ পশ্চাতে পশ্চাতে রাণী করিয়ে গমন। কোথা যায় বিশ্বকেতু করি নিরীক্ষণ ॥ নন্দিনী মন্দিরে যখন করিল গমন। ক্রোধে কম্পান্বিত তনু লোহিত লোচন ॥ রাগান্বিতা হয়ে যান অতি দ্রুতগতি। অন্তঃপুর মধ্যে যথা বসি নরপতি। বেগবতী নরপতি রাণীরে দেখিয়া। শীঘ্রগতি উঠিলেন অতি ব্যাস্ত হৈয়া। জিজ্ঞাসা করিলা রাজ কহ বিবরণ। এত রাগান্বিতা প্রিয়া কিসের কারণ। রাণী কহে মহারাজ কি কহিব আর। দেখহে নয়নে নন্দিনীর ব্যাবহার ॥ এতবলি নৃপতি হস্তেতে ধরিয়া। নন্দিনী মন্দিরে গেল রাজারে লইয়া। দেখি ক্রোধে মহিপাল যেন হুতাসন কোতোয়ালে বলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘন॥ ত্রস্ত হয়ে কোতোয়াল আসিয়া তখন। করযোড়ে প্রণমিল রাজার চরণ ॥ ইঙ্গিতে বলিল রাজা কোতোয়াল প্রতি। বিশ্বকেতু বন্ধন করহ শীঘ্রগতি ॥ রাজার আদেশে কোতোয়াল ততক্ষণ। অমনি তাহারে গিয়া করিল বন্ধন। গুণমতী দেখিয়া বিশ্বকেতুর বন্ধন। ভূপতির প্রতি কহে বিনয় বচন ॥ নিবেদন করি এক শুনহ রাজন। কি হবে বধিলে এই বণি

লে এই বণিক নন্দনে ॥ কোতোয়াল প্রতি আজ্ঞা করিলা রাজন। করি দেহ বিশ্বকেতু বন্ধন মোচন ॥ রাজার আদেশে কোতোয়াল ত্বরা করি। তখনি দিলেক তার বন্ধ মুক্ত করি ॥ সঙ্গে করি লয়ে পাত্রে চলিলা আপনি। আপন মন্দিরে উপনীত সহ রাণী ॥ রাণীরে চাহিয়া কহিছেন নরপতি। কি কর্ত্তব্য এক্ষণেতে কহ যুবতী ॥ শুনিয়া রাজার বাক্য কহিছেন রাণী। কন্যা পরিণয় দেহ শুন নৃপমণি ॥ গোপনে ইহারে কন্যা করেছে বরণ। ইহার এ পতি সত্য শুনহ রাজন ॥ গুরু পুরোহিতে আন করি আবাহন। নিমন্ত্রণ করি আন যতেক ব্রাহ্মণ ॥ মহিষীর বাক্যে রাজা সম্মত হইয়া। তখনি আনিলা মন্ত্রীবরে ডাকাইয়া ॥ রাজার পাইয়া আজ্ঞা মন্ত্রি বিচক্ষণ। ব্যস্ত হয়ে রাজবাটী করিলা গমন ॥ গলবস্ত্র হয়ে প্রণমিল ভূপতিরে। নিজ পার্শ্বে নরপতি বসান মন্ত্রিরে ॥ কন্যার বিবাহ অদ্য দিন শুভক্ষণ। শীঘ্রগতি তাহার করহ আয়োজন ॥ রাজার আদেশ পাইয়া মন্ত্রি বিচক্ষণ। পুরোহিতে তখনি করিল আবাহন ॥ সংবাদ পাইবা মাত্র রাজ পুরোহিত। রাজার সভায় গিয়া হৈলা উপনীত ॥ সিংহাসন

জি রাজা করি গাত্রোত্থান। বসাইলেন সমাদরে
রিয়া সম্মান ॥ সর্ব্বাঙ্গেতে প্রণাম করিয়া নরপতি।
হিছেন করযোড়ে করিয়া মিনতি ॥ অদ্য মম ক-
ন্যার হইবে পরিণয়। অনুমতি আপনি করুন মহা-
য় ॥ এত শুনি পুরোহিত রাজার বচন। স্থির করি-
লন শুভ লগ্ন শুভক্ষণ ॥ লগ্ন অনুসারে দিলা কন্যার
বিবাহ। শুভ লগ্নে শুভক্ষণে করিলা নির্ব্বাহ ॥ কৌ-
কে যৌতুক দিলা যতেক রমণী। আনন্দে পূর্ণিত
ন হৈল রাজরাণী ॥ দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করি
কলেতে। শুমঙ্গল ধ্বনি করে রাজ ভবনেতে ॥
ত্য করে নৃত্যকী বিবিধ অঙ্গ ভঙ্গে। মৃদঙ্গাদি
দি বাদ্য বাজাইয়া রঙ্গে ॥ গায়কে করিছে গান সু-
ধুর তানে। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী আলাপনে ॥
গ্রাহ এ রূপ হৈল রাজার ভবনে। পুরবাসীগণে
তি হরষিত মনে ॥ এইরূপে বিশ্বকেতু আনন্দ ম-
নেতে। কিছুকাল রহিলেন রাজ ভবনেতে ॥ ধনিষ্ঠ
নিয়া রাজা ডাকি জামাতারে। সমর্পণ কৈলা
[illegible] সমাদরে ॥ অভিষেক কৈলা আনি গুরু
রোহিতে। বিশ্বকেতু হৈলা রাজা কর্ণাট রাজ্যেতে
ল [illegible] হয়ে রাজা কিছু দিন পর। চলি গেলা

স্বর্গ পুরে ত্যজি কলেবর ॥ অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্যে হয়ে অধিশ্বর নিয়মিত রাজকার্য্য করে নিরন্তর । বিধাতা বৈমুখ মোরে কার দোষ দিব । আপ্ত কর্ম অনুসারে আপনি ভোগিব ॥ এক দিন নরপতি ব সিয়া সভায় । চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত হইয়া বুধচয় ॥ কহি ছেন মোর প্রতি গর্ব্বিত বচনে । সভায় বসিয়া তুমি কিসের কারণে ॥ এ সভার যোগ্য তুমি নহ কদাচিত । তোমার এখানে বসা অতি অনুচিত ॥ জ্যেষ্ঠের মুখেতে শুনি গর্ব্বিত বচন । রহিলাম নম্র হয়ে মলিন বদন ॥ পুনঃ পুনঃ তিরস্কার কৈলা বিধিমতে আজ্ঞা দিলা সভাইতে বাহির করিতে ॥ সভামধ্যে এই রূপ অপমান হৈয়া । চিন্তা করিলাম মনে বাহিরে আসিয়া ॥ আত্মঘাতি হব আর কায নাহি তাহে । নিশ্চয় করিলাম আপনার মনে মনে ॥ শ্রীহরি স্মরণ করি করিলাম গমন । অশ্রুপূর্ণ দুনয়নে মলিন বদন । সমস্ত দিবস গেল আইল রজনী ভয়ে ভীত চিত্ত হয়ে বসিলাম অবনী । অনশন আনলেতে দগ্ধ কলেবর । কি করিব কোথা যাব ভাবি নিরন্তর । নিরুপায় দেখি স্থির করিয়া মনেতে । উঠিলাম গিয়া এক বৃক্ষ উপরেতে ॥ সিংহ বাঘ

নাজাতি দেখি ভয়ঙ্কর। গর্জ্জন করিয়া বলে
মে নিরন্তর॥ কোলাহল ধ্বনি এক হৈল আচ-
রতে। কম্পান্বিত কলেবর রহিলাম বৃক্ষেতে॥
পনীত হৈল আসি সেই কাননেতে। অশ্বা-
রাহি অস্ত্রধারী দেখিতে দেখিতে॥ যেই বৃক্ষ
রে আমি ছিলাম বসিয়া। উত্তরিল সকলেতে ত
য় আসিয়া॥ অশ্ব বান্ধি জনে২ বসি ভূতলেতে।
ন্ত্রণা করিছে ধন বিভাগ করিতে॥ নিশ্চয় মনেতে
স্থর হৈল দস্যুগণ। ইহাদের পশ্চাতেতে করিব
মন॥ নাম্বিলাম ত্বরা করি সেই বৃক্ষ হৈতে। চলি
াম দস্যুগণ পশ্চাতেতে॥ হেনকালে বিভাবরি হৈল
বসান। অস্তাচলে সুধাকর করিল প্রস্থান॥ প-
াতে আমারে দেখি যত দস্যুগণ। কহিতে লাগিল
রে তর্জ্জন গর্জ্জন॥ কে তুমি এখানে আইলে কি
র কারণ॥ সত্য করি কহ শুনি সব বিবরণ॥ মিথ্যা
দি কহ তবে প্রাণে বিনাশিব। স্বরূপ বচন বল
বে ছাড়ি দিব॥ দস্যুগণ বাক্যে হৃদি কম্পয়ে স-
ন। আদ্য অন্ত কহিলাম সব বিবরণ॥ কান্দিতে
ান্দিতে পড়িলাব পদতলে। কর যোড়ে কহিলাম
স্ত্র দিয়া গলে॥ বিনয় বাক্যেতে সবে কৃপাবান

ইহবা। আমারে চলিলা সবে সঙ্গেতে করিয়া॥ দলাধক্ষ নিজ বাসে মোরে লয়ে গেলা। সমাদরে বসিতে আসন আনি দিলা॥ হতেছিল ক্ষুধানলে শরীর দহন। খাদ্য দ্রব্য আনি দিল করিতে ভোজন॥ ভোজন করিয়া সুখে করিয়া শয়ন। নিকটে বসিল আসি যত দস্যুগণ॥ কহিতে লাগিলা সবে নতি মোর পানে। গুপ্ত স্থান আমাদের দেখিলে নয়নে॥ সপথ করিয়া কভু নাহি প্রকাশিবে। এখানে থাকিবে কিম্বা কোথায় যাইবে॥ কহিলাম শুনি দস্যুগণের বচন। স্থানান্তরে কদাচ না করিব গমন। যে আজ্ঞা করিবে তাহা তখনি করিব। প্রাণ দান করিয়াছ নাহি পাসরিব॥ সে অবধি রহিয়াছি আসি এই স্থানে। আপ্ত পরিচয় দিলাম তোমা বিদ্যমানে॥ এতেক শুনিয়া দস্যুগণের বচন। নিঃশব্দে রহিলা তবে রাজার নন্দন॥ সেথা হৈতে রাজপুত্র করিল গমন। চিত্রসেন জন্য অতি বিষাদিত মন॥ প্রবেশ করিলা গিয়া গহন কানন। কোথা চিত্রসেন বলি করেন রোদন॥ শ্রীনাথে করুণা ময়ি করুণা করিয়া। ভবার্ণবে কর পার পদতরী দিয়া॥

পাঁয়ার। এখানেতে চিত্রসেন হয়ে অন্যমন। নদীতীরে ত্যথান্তরে করেন রোদন॥ বিষাদিত মন নৃপতি-কুমারের তরে। অবিরত অশ্রুধারা দুনয়নে ঝরে॥ অকস্মাৎ তরি এক নিকটে আইল। দেখি চিত্রসেন মনে আনন্দিত হৈল॥ দূরে হৈতে নাবিকেরে করি সম্বোধন। কাতরে কহেন তারে বিনয় বচন॥ কৃপা করি নদি মোরে করি দেহ পার। নাকাল হয়েছি দেশে অকুল পাথার॥ কাতর দেখিয়া কহে নাবিক তখন। এ ঘোর অরণ্যে আইলে কিসের কারণ। চিত্রসেন সেনাপতি নাবিক বচনে। সম্ভাবিয়া কহিলেন সজল নয়নে॥ রাজপুত্র সহ আইলাম মৃগয়া করিতে। মৃগ অন্বেষণে এই ঘোর অরণ্যেতে॥ দিবা অবসান হৈল নিশি ঘোরতর। ভয় পাইয়া উঠিলাম বৃক্ষের উপর॥ অকস্মাৎ সেই স্থানে দস্যু এক দল। উত্তরিলা আসি তথা করি কোলাহল॥ যে শাখা ধরিয়াছিলা রাজার নন্দন। সেই শাখা ভগ্ন হয়ে পড়িল তখন॥ বান্দি লয়ে গেল তারা সঙ্গেতে করিয়া। অন্বেষণ করি ভ্রমি কুমার লাগিয়া॥ শুনিয়া উপজিল চিত্রসেন বিনয়েতে। সমাদর করি বসাইল তরণীতে॥ নাবিক দিলেক শীঘ্র নদী পার

করি। পুলকে পূর্ণিত হৈল দেখিয়া নগরী॥ শ্রীনাথে করুণাময়ি করুণা করিয়া। ভবার্ণবে কর পার পদ-তরী দিয়া॥

চিত্রসেনের তাম্রদ্বীপে গমন।

দেখিয়া নগর শোভা, দেবতার মনোলোভা, আশ্চর্য্য করেন দরশন। অট্টালিকা মণিময়, দেখি মনে ভ্রম হয়, হবে বুঝি অমর ভবন॥ নানা রঙ্গে সুশোভিত, দেখি চিত্র পুলোকিত, মনে মনে হইলা অস্থির। করিছেন ঘন ঘন, চতুর্দ্দিগে নিরীক্ষণ, বিচক্ষণ শুদ্ধমতি ধীর॥ অপরূপ পুরী দেখি, অনিমিখ হয়ে আঁখি, চতুর্দ্দিগ করেন নিরীক্ষণ। জাগ্রতকি দেখি স্বপ্ন, স্বপ্নভিন্ন নহে অন্য, চিত্রসেন বিচলিত মন॥ অতি রম্য মনোহর, দেখি এক সরোবর দাণ্ডাইয়া রহিলেন তীরে। সদা উল্লাসিত মনে, রাজহংস হংসীসনে, কেলি করিতেছে সেই নীরে॥ চতুস্পার্শে পুষ্পোদ্যান, নন্দন বন সমান, নানাজাতি ফুটিয়াছে ফুল। মধুলোভে মধুকর, করিয়া গুণ গুণ স্বর, গুঞ্জরিছে হইয়া ব্যাকুল॥ নাম্বি সেই

সরোবরে, উল্লাসিত অন্তরে, করিলেন সেই জল পান। মনে অতি হৃষ্ট হয়ে, উঠিলা উপরে গিয়ে, বসিলেন অতি মৃয়মান॥ হেনকালে আসি তথা, নারীগণ উপস্থিতা, পুষ্পোদ্যানে করিতে বিহার। নবীনা সব কামিনী, জিনিরূপ সৌদামিনী, দেখি চিত্রসেন চমৎকার॥ মৃত্যুমন্দ গতি ধীরে. আসি সরোবর তীরে, পুষ্পোদ্যানে সকলে বসিলা। জিনি কামদেব রতি, মনোরম্য রূপবতী, কটাক্ষেতে জগত মোহিলা॥ সঙ্গিনী রঙ্গিণী সঙ্গে, বিবিধ বাক্য প্রসঙ্গে, রস রঙ্গে মগন হইয়া। চিত্রসেন যথা বসি, সে দিগে এক রূপসী, অকস্মাৎ দেখিলা চাহিয়া॥ হয়ে হরষিত মন, করিছেন নিরীক্ষণ, প্রফুল্লিত হইয়া অন্তরে। যেন উম্মাদিনী প্রায়, ঘন সেই দিগে চায়, নিরুত্তর বাক্য নাহি স্মরে॥ সঙ্গিনী সব ললনা, দেখি তারে অন্যমনা, সকলেতে বিস্ময় হইয়া। কি লাগিয়া অন্যমন, কহ শুনি বিবরণ, সবিশেষ বিস্তার করিয়া॥ সঙ্গিনী বচন শুনি, কাতর হইয়া ধনী, অঙ্গুলি হেলায়ে দেখাইলা। দেখি রূপ মনোহর, হৃদে বিন্ধে পঞ্চশর, নারীগণ অস্থির

হইলা॥ চিত্রসেন সম্মুখেতে, উত্তরিয়া সকলেতে, সুমধুর মৃদুস্বরে কয়। কে তুমি থাকহ কোথা, কি কারণে এলে হেথা, বিশেষিয়া দেহ পরিচয়॥ নারীগণ বচনেতে, চিত্রসেন কাতরেতে, পরিচয় লাগিলা কহিতে। হয়ে দুঃখান্বিত মন, আদ্যন্ত বিবরণ, বিস্তারিয়া সব বিনয়েতে॥ দয়াময়ী করি দয়া, শ্রীনাথেরে পদছায়া, দেহগো মা করুণা করিয়া। পড়ে অকুল পাথারে, তোমা বিনা ডাকি কারে, পার কর পদতরি দিয়া॥

চিত্রসেনের হেমলতার সহিত সাক্ষ্যাৎ।

পয়ার। চিত্রসেন বাক্য শুনি যত নারীগণ। কহিতে লাগিলা তারে মধুর বচন॥ কেমনে এঘোর নদী পার হয়ে আইলে। মনুষ্য নাহিক তথা তরি কোথা পাইলে॥ নারীগণ বাক্য শুনি বিনয়েতে কয়। ঈশ্বর ইচ্ছার কোন কর্ম্ম নাহি হয়॥ একণে হতেছে বড় বাসনা মনেতে। তোমাদের বিবরণ শ্রবণে শুনিতে॥ চিত্রসেন বচনেতে যত নারীগণ। কহিতে লাগিলা সবে আত্ম বিবরণ॥ পুরুষ নাহিক

দুখা এই নারী রাজ্য। শুনি চিত্রসেন মনে হইলা
আশ্চর্য্য ॥ এতবলি নারীগণ সঙ্গে করি লয়্যা।
আপন ভবনে রাখে যতন করিয়া॥ এইরূপে কিছু
দিন আনন্দিত মনে। চিত্রসেন রহিলেন কামিনী
ভবনে॥ একদিন উচাটন হইয়া মনেতে। কামিনী-
রে বলি যান নগর দেখিতে॥ মনোহর পুরী সব
দেখিয়া নয়নে। পুলকে পূর্ণিত চিত্র চিত্রসেন মনে॥
এইরূপে নগরেতে করেন ভ্রমণ। দেখি নারীগণ
সব বিস্ময় বদন॥ পুরুষ কেমন করি আইল এখানে
নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসয়ে জনে জনে॥ এইরূপে
জনরব হইয়া নগরে। জানাইলা গিয়া হেমলতার
গোচরে॥ আশ্চর্য্য শুনিয়া হেমলতা হরষিত। সভায়
আনিতে আজ্ঞা করিলা ত্বরিত॥ আজ্ঞামাত্র নারীগণ
ত্বরান্বিত হৈয়া। চিত্রসেন সম্মুখেতে উত্তরিলা
গিয়া॥ কর যোড় করি সবে লাগিলা কহিতে।
রাজকন্যা আজ্ঞা তোমা লইয়া যাইতে॥ চল রাজ
কন্যার নিকটে মহাশয়। শীঘ্রগতি যাইতে হবে
বিলম্ব না সয়॥ নারীগণ মুখে শুনি এতেক বচন।
ধীরে ধীরে চিত্রসেন করিলা গমন॥ রাজকন্যা নিক
টেতে হৈলা উপস্থিত। চিত্রসেন দেখি হৈলা পুলকে

পূর্ণিত ॥ অন্তরে হইয়া বিদ্ধা মদনের শরে। বাহি-
রেতে নানামত তিরস্কার করে ॥ কে তুমি কোথায়
বাস কাহার নন্দন। এখানে আইলে বল কিসের
কারণ ॥ পুরুষ নাহিক রাজ্যে দেখ সব নারী। কদাচ
পুরুষে নাহি স্থান দান করি ॥ এদেশে আইলে বল
কার উপদেশে। প্রবেশিলা নগরেতে বল কি
সাহসে ॥ পুরুষের সমাদর নাহিক এদেশে। কি
কারণে আইলে বল কাহার উদ্দেশে ॥ রোগ শোক
নাহি হেথা নাহি কোন ক্লেশ। নাহিক চাতরি মিথ্যা
নাহি পাপ লেশ ॥ ভৎর্সনা শুনিয়া রহে হয়ে নত
শির। ঝর ঝর নয়নেতে বহে অশ্রুনির ॥ বাক্যছলে
কৌশলেতে হইয়া কৌতুকী। চিত্রসেনে পুনঃরায়
কহে শশিমুখী ॥ সমাদর করি দিলা বসিতে আসন।
বিনয়ে কহিছে ধনী মধুর বচন ॥ কি কারণে আইলে
বল আমার রাজ্যেতে। অভিপ্রায় ব্যাক্ত কর আমার
সাক্ষাতে ॥ নদী অতি বেগবতী অকুল পাথার।
মনুষ্য নাহিক তথা কিসে হৈলে পার ॥ বিস্তারিয়া
কহিলেন রাজ নন্দিনীরে। শুনি ধনী চমকিতা হইলা
অন্তরে ॥ কখন পুরুষ নাহি দেখি এ রাজ্যেতে।
সংজ্ঞামাত্র শুনিয়াছি কেবল কর্ণেতে ॥ কৃপা করি

যদি মোরে হইলে সদয়। কিছু দিন অবস্থান কর মমালয়। অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্যে সুখে ভোগ কর। যাইবার প্রয়োজন নাহি স্থানান্তর॥ যে আজ্ঞা করিবে তাহা তখনি করিব। দাসী হয়ে দিবানিশি চরণ সেবিব॥ এসব বিভব নাথ সকলি তোমার। অন্যথা নাহিক ইথে বচন আমার॥ রাজ কন্যা বাক্যে চিত্রসেন সেনাপতি। মৃদুস্বরে কহিলেন মধুর ভারতি॥ রমণীর শ্রেষ্ঠ তুমি নহত সামান্যা। কত পুণ্যফলে হইয়াছ রাজ কন্যা॥ আমারে বরিবে তুমি করেছ মনন। পুণ হৈল মম পূর্ব্ব জন্মের সাধন॥ এতেক বচন ধ্বনি শুনিয়া শ্রবণে। যথা যোগ্য বাসস্থানে দিলা চিত্রসেনে॥ দিবাকর অস্ত হৈলা আইলা যামিনী। পুলকে পুর্ণিত চিত্র হই সেন ধনি॥ অপূর্ব্ব শয্যায় গিয়া করিলা শয়ন। সহচরিগণ করে চামর ব্যজন॥ নিজ স্থানে সুধাকর করিলা প্রস্থান। নিশি অবসানেতে করিয়া গাত্রোত্থান॥ নিত্য কর্ম্ম সমর্পিয়া সভাতে বসিলা। চিত্রসেনে সভাতে আনিতে আদেশিলা॥ আজ্ঞামাত্রে চিত্রসেন ত্বরান্বিত হৈয়া। রাজকন্যা নিকটেতে উত্তরিলা গিয়া॥ উপনীত হৈল হেমলতার সভায়।

সম্ভ্রমে আসনদিয়া বসাইলা তায়॥ নানামত কথোপ-কথন দুই জনে। পুলকিতা হেমলতা রস আলা-পনে॥ রাজকন্যা বচনেতে হৈয়া আনন্দিত। কহিতে লাগিলা চিত্রে অতি হরষিত॥ শুনহ সুন্দরী এক আমার মিনতি। সদয় হইলে কৃপা করি আমা প্রতি॥ শুনিতে বাসনা বড় আছে মম মনে। এ রাজ্যে পুরুষ নাহি কিসের কারণে॥ চিত্রসেন বচ-নেতে ঈষৎ হাসিয়া। পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহিছেন বি-স্তারিয়া॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া। পার কর ভবার্ণবে পদতরি দিয়া॥

হেমলতা স্ত্রী বাক্যের বিবরণ
কহিতেছেন॥

সালবান নামে এ রাজ্যের অধিস্বর। অতুল ঐ-শ্বর্য্য ধনে কুবের দোসর॥ সান্তদান্ত বুদ্ধিবন্ত ধর্ম্ম পরায়ণ। পুত্রসম পালন করিতেন প্রজাগণ॥ পুত্র নাহি ছিল আমি কন্যা মাত্র তাঁর। প্রিয় পাত্র বড় আমি ছিলাম রাজার॥ হেমলতা নাম মম রা-খিলা রাজন। তন্নিকটে মম স্থিতি ছিল সর্ব্বক্ষণ॥

এক দিন নরপতি মৃগয়া কারণে॥ ঘোর বনে প্রবেশিলা মৃগ অন্বেষণে॥ সুবর্ণের বর্ণ মৃগ দেখি নরপতি। অন্তরেতে প্রফুল্লিত হইলেন অতি॥ দ্রুতগতি হৈল মৃগ মনুষ্য দেখিয়া। পশ্চাতে চলিলা রাজা ধনুঃশর লৈয়া॥ মৃগ লক্ষ করি শর ছাড়িলা রাজন। আত্মাতীত হয়ে প্রবেশিলা ঘোর বন॥ মৃগ পিছে ক্ষণকাল চলিলা রাজন। নিবিড় কাননে মৃগ হয় অদর্শন॥ কিয়দ্দুর পশ্চাত হইয়া দ্রুত গতি। মৃগ অন্বেষণেতে চলিলা নরপতি॥ অতিবেগে মৃগ প্রবেশিলা ঘোর বন। কোন মতে না হইল মৃগ অন্বেষণ হেনকালে অস্তাচলে গেল দিনকর। উপনীত বিভাবরি অতি ভয়ঙ্কর॥ রজনী হইল দেখি বিস্ময় রাজন। ক্রমেতে ত্রাসিত চিত্ত মলিন বদন॥ চিন্তান্বিত নরপতি দেখিয়া সর্ব্বরী। চিন্তা করিলেন মনে উপায় কি করি॥ এত ভাবি বৃক্ষোপরে কৈলা আরোহণ। ভয়ে ভীত চিত্ত অতি কম্পয়ে সঘন॥ এইরূপে বৃক্ষ পরে বসিয়া রাজন। দৈব যোগে আশ্চর্য্য করেন দরশন॥ বায়ুবেগে শূন্য হৈতে অতি দ্রুতগতি। উত্তরিলা আসি তথা পুরুষ প্রকৃতী॥ অপরূপ রূপ দেখি মোহিত রাজন। দেবতা নিশ্চয় বোধ হইল

তখন ॥ বায়ুভরে নারে নরে করিতে গমন। দেবতা নহিলে সাধ্য কাহার এমন ॥ নিঃশব্দে বৃক্ষের পর রহিলা ভূপতি। উতরিলা তথা আদি পুরুষ প্রকৃতি নানামতে স্ত্রী পুরুষে করেন বিহার। পূর্ণানন্দে পুলকিত চিত্ত দোঁহাকার ॥ এইরূপ বৃক্ষ হইতে দেখি নরবর। গলবস্ত্র ভূতলেতে নামিল সত্বর ॥ করযোড় হয়ে দাণ্ডাইলা সম্মুখেতে। মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলা বিনয়েতে ॥ অদ্য মম শুপ্রভাত হইলাম ধন্য পূর্ব্ব জন্মে করিয়াছিলাম কত পুণ্য ॥ সেই পুণ্য বৃক্ষ আজি আমার ফলিল। দেবতা দর্শন অনায়াসেতে হইল। মনুষ্য দেখিয়া ক্রোধে কহেন বচন কে তুমি আইলা হেথা কিসের কারণ ॥ গলবস্ত্রে আদ্যোপান্ত সকলি কহিলা। শুনিয়া ক্রোধিত মনে অভিশাপ দিলা ॥ দেবতা বিহার তুমি নয়নে দেখিলে। বার্য্যাসহ নারী হও পুরুষ সকলে ॥ অভিশাপ শুনি রাজা কান্দিতে লাগিলা। তৎক্ষণতে নরপতি প্রকৃতি হইলা ॥ স্ত্রী রূপা হইয়া রাজা করেন রোদন। দুনয়নে বহে ধারা বিষাদিত মন ॥ কি দোষেতে অভিশাপ দিলেন আমায়। কোন অপরাধ আমি কৈনু তব পায় ॥ বিশ্বমাতা বিশ্বকর্ত্রী কি

প্রসবিনী। ইঙ্গিতে সৃজন লয় করহ জননী॥ জলচর ভূচর খেচর আদি যত। এ তিন ভুবনে মাতা তোমার সৃজিত॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের তুমি শক্তিদাত্রী সকলেরে প্রসবিলা তুমি জগদ্ধাত্রী॥ সত্য গুণে ব্রহ্মা রূপে করিয়া সৃজন। রজ গুণে বিষ্ণু রূপে করিছ পালন॥ তমোগুণে মহেশ্বর রূপেতে আপনি। সংহার করিবে মাতা সর্ব্বদা রূপিনী॥ বেদেতে নাহিক সীমা তোমার মহিমা। আমি দীন হীন বুদ্ধি কি জানি বর্ণনা॥ জগত্ত সংসার মাতা তোমার উদরে। তব শক্তি বিনা কার সাধ্য শক্তি ধরে॥ দয়া উপজিলা হয়ে কাতর দেখিয়া। কৃপা করি কহিতে লাগিলা প্রবোধিয়া॥ মম বাক্য অন্যথা না হবে কোন মতে। পুরুষ হইবে নারী তোমার রাজ্যোতে নিশ্চিত বচন আমি কহিনু তোমারে। শাপ মুক্ত হবে তব কিছু দিন পরে॥ রাজপুত্র এক সেনাপতির সহিতে। দোঁহে যবে আসিবেন তোমার রাজ্যেতে॥ অন্যথা নাহিক ইথে শুনহ রাজন। আপনার রাজ্যে তুমি করহ গমন॥ অন্তর্ধ্যান হয়ে চলি গেল দুই জন। ভূপতি প্রকৃতি হয়ে চলিলা তখন॥ স্ব রাজ্যে দেখিয়া সব স্ত্রী লোক নয়নে। কান্দিতে লাগিলা

রাজা বিষাদিত মন ।। আমারে ডাকিয়া রাজা বলি
বচন। স্ত্রীলোক হইয়া বৃথা জীবন ধারণ ।। [illegible]
গুণবতী তুমি আমার নন্দিনী ; সমার্পণ তোমারে
করিনু রাজধানী ।। পালন করহ প্রজা নিয়মানুসারে
এক্ষণে চলিনু আমি কানন ভিতরে ।। স্ত্রীরূপা হইয়া
রাজা প্রবেশিলা বনে। সমাধি করিয়া বসিলেন
যোগাসনে ।। সে অবধি আমি এই রাজ্যের ভিতরে
রাজকার্য্য করিতেছি সাধ্য অনুসারে।। বুঝিলাম
কাল পূর্ণ হইল এখন। তেকারণে তোমার হয়েছে
আগমন ।। কিছু দিন এখানেতে থাক মহাশয়
[illegible] করিব তোমায় কহিনু নিশ্চয় ।। কিছু কাল
সুখ ভোগ কর এ রাজ্যেতে। আপনি কুমার হেথা
আসিবেন পশ্চাতে ।। এত বলি বিদায় করিয়া চিত্র
সেনে। হেমলতা চলি গেলা প্রফুল্লিত মনে ।। [illegible]
গেল দিবাকর হইল যামিনী। চন্দ্রোদয়ে [illegible]
হইল কুমুদিনী ।। অন্তঃপুরে রাজকন্যা [illegible]
মন। অপূর্ব্ব শয্যায় গিয়া করিলা শয়ন ।। শ্রীনাথ
করুণাময়ী করুণা করিয়া। ভবার্ণবে পার কর
তরী দিয়া ।।

—:*:—

চিত্রসেনের বিবাহ

এবার। পরদিন হেমলতা উঠিয়া প্রভাতে। স্নানদান
করি গিয়া বসিলা সভাতে॥ উপস্থিত হৈলা আসি
সহচরীগণ। সৈলিনী আসিয়া করে চামর ব্যজন॥
সহচারীগণ নারীগণেরে ডাকিয়া। কহিছেন মৃদু-
স্বরে বদন চাহিয়া॥ শীঘ্রগতি কর সব দ্রব্য আয়ো-
জন। বিবাহেতে যে সকল হয় প্রয়োজন॥ রাজ্ঞ
... আদেশেতে যত নারীগণ। সমস্ত প্রস্তুত সবে
... তৎক্ষণ॥ আদেশিলা চিত্রসেনে আনিতে সভায়
... মাত্র সহচরীগণ সব যায়॥ যথা চিত্রসেন বসি
আনন্দিত হৈয়া। করযোড়ে নারীগণ উত্তরিল গিয়া॥
... করিয়া কহিতেছে বিনয়েতে। শীঘ্র চল
মহাশয় রাণীর সভাতে॥ নারীগণ বচনেতে উঠি
শীঘ্রগতি। ধীরে ধীরে চলিলেন মৃদু মন্দ গতি॥
সভামধ্যে চিত্রসেন প্রবেশ করিলা। সমাদরে সিংহা
সনে বসিবারে দিলা॥ নারীগণে হেমলতা কৈলা
অনুমতি। চিত্রসেনে অভিষেক কর শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞামাত্র অভিষেক করিলা তখন। চিত্রসেন হৈলা
রাজা আনন্দিত মন॥ শুভক্ষণে শুভলগ্নে বিবাহ

করিলা। আনন্দ সাগরে দোঁহে ভাসিতে লাগি
কৌতুকে রমণীগণ বসিয়া বাসরে। নানামতে
রঙ্গে গান বাদ্য করে॥ ছয় রাগ ছত্রিশ রা
আলাপিয়া। মৃদঙ্গ মন্দিরা নানা যন্ত্র মিশাই
পুলকে পূর্ণিত দোঁহে করিলা ভোজন। অপূর্ব্ব শ
গিয়া করিলা শয়ন॥ নানামতে রস রঙ্গে ভঙ্গে
জন। প্রেমানন্দে দোঁহে কৈলা নিশি জাগরণ॥ ব
স্থলে সুধাকর করিলা গমন। তিমির বিনাশি
উদয় তপন॥ নিত্যকর্ম্ম সমার্পণ করি দুইজ
সভায় বসিলা গিয়া আনন্দিত মনে॥ রাজ
স্বরায় করিয়া সম্পাদান। অন্তঃপুরে দোঁহে
করিলা ভোজন॥ ভোজনান্তে শয়ন করিলা দুই
চামর ব্যজন করে সহচরীগণে॥ পূর্ব্ব নিশি
রেতে ছিলেন জাগিয়া। দুইজনে নিদ্রা যান ব
তন হৈয়া॥ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দিবস অবসানে।
হার করিতে দোঁহে গেল পুষ্পোদ্যানে॥ মন্দ২ ম
বহিছে সমীরণ। স্পর্শমাত্রে স্নিগ্ধ গাত্র পুলোকি
নানাজাতি পুষ্প হইয়াছে প্রস্ফুটিত। পুষ্পো
চতুর্দ্দিক গন্ধে আমোদিত॥ পিকবর কুহুস্বর
তমালেতে। আনন্দ সলিলে দোঁহে লাগিলা ভাসি

এক যুবতী অতি হরিষ অন্তরে। নানামতে কেলি
রূপে কাননেতে করে ॥ এইরূপে বিহার করিয়া দুই
জনে। পুষ্পোদ্যান হৈতে সুখে আসি নিকেতনে ॥
নানামতে সুখ ভোগ করে অবিরত। এরূপ আনন্দে
তথা কিছুকাল গত ॥ দৈবযোগে গর্ভবতী হইলেন
রাণী। আনন্দে মগনা হৈলা যতেক রমণী ॥ বেদ
বিধি কর্ম্ম ক্রমে করে সমাপন। দশ মাসে শুভক্ষণে
প্রসবে নন্দন ॥ নানামতে দান করে অকাতরে ধন।
ধন্য করিল ধন করি বিতরণ ॥ গণনা করিয়া ছয়
মাস অন্ন দিল। শুভক্ষণে চন্দ্রকেতু নাম তার
দিল ॥ দিনকর ন্যায় বৃদ্ধি হয় দিনে দিনে। পুত্র
মুখ দেখি সুখী হল দুই জনে ॥ এই রূপে কিছু দিন
পুত্র লইয়া। সুখে রাজ্য ভোগ করে আনন্দিত
হৈয়া ॥ এক দিন চিত্রসেন অপূর্ব্ব শয্যায়। হেমলতা
সহ সুখে ছিলেন নিদ্রায় ॥ চন্দ্র কুমারেরে স্বপ্ন
দেখি আচম্বিতে। নিদ্রাভঙ্গে চিত্রসেন লাগিলা
কান্দিতে ॥ অতুল ঐশ্বর্য্য পেয়ে রয়েছি ভুলিয়া।
রাজপুত্র চন্দ্রকুমারেরে পাসরিয়া ॥ রোদন শুনিয়া
রাণী হইলা চেতন। চেতন হইয়া জিজ্ঞাসেন বিব-

রণ। ক্রন্দন করিছ নাথ কিসের কারণ। কি লাগি
মল দেখি করিছ রোদন॥ কিসের অভাব তব আ
প্রাণমণি। যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব এখনি
পুনঃ রাণী জিজ্ঞাসেন চিত্রসেনে। রাজা নাহি ক
ধারা বহে দুনয়নে॥ ক্ষণেক বিলম্ব করি ধৈর্য্য ধরি
মৃদুস্বরে কহিলেন অমিয় বচন॥ যবে আমি অ
লাম তোমার সভাতে। বিস্তারিয়া কহিয়াছি ত
মার সাক্ষাতে॥ চন্দ্র কুমারেরে আজি দেখেছি
পনে। আমা লাগি ভ্রমণ করিছে বনে বনে॥ অ
ঐশ্বর্য্য আর তোমারে পাইয়া। প্রাণের সমান
রয়েছি ভুলিয়া॥ আমা লাগি বনে বনে করিছে
মণ। পাসরি রয়েছি আমি পেয়ে রাজ্যধন॥
এব রাজকুমারের অন্বেষণে। বিধুমুখী বিদায়
সহাস্য বদনে॥ এতেক শুনিয়া চিত্রসেনের ব
পূর্ব্ব শাপ বিবরণ হইল স্মরণ॥ কহিতে লা
রাণী করিয়া রোদন। আমারে ত্যজিবে নাথ
সের কারণ॥ ছাড়িয়া আমারে তুমি যাইবে
থায়। শুনিয়া নিষ্ঠুর বাক্য প্রাণ বাহিরায়॥ এ
যদ্যাপি কান্ত করিবে গমন। আমি সঙ্গে যা
ছাড়িব কদাচন॥ তোমা বিনা কেমনে ধরিব দে

প্রাণ। যদ্যপি ত্যাজয়া যাও ত্যজিব পরাণ ॥ চিত্র-
সেন নানামত প্রবোধ বাক্যেতে। সান্ত্বনা করিয়া
কহিলেন সমাদরে ॥ কুমারের অন্বেষণে যাবে কী
রাত্রিদিন। সঙ্গে করি কুমারেরে এখানে আসিব ॥
যেমতে তোর পাপ করিব মোচন। সঙ্গে করি
আনি ইন্দ্রসেনের নন্দন ॥ চলিলাম তোমার নিকটে
রাখি প্রাণ। শূন্য দেহ সঙ্গে আমি করিনু পয়াণ ॥
শ্রবণ শুনিয়া রাণী কহিছেন বাণী। তোমার বি-
হনে রহিলাম একাকিনী ॥ চাতকিনী যেমন নীরদে
নিরখিয়ে। জীবন ধারণ করে জীবন আশায়ে ॥
বিদায় হইলা করি শ্রীহরি স্মরণ। মনোদ্বারে চিত্র-
সেন করিলা গমন॥ নিকটেতে ডাকি কহিলেন
নাবিকেরে। শীঘ্রগতি নদী পার করি দেহ মোরে ॥
আজ্ঞা করি তরী লয়্যা আইল তখন। চিত্রসেন তরী
পরে কৈলা আরোহণ ॥ নাবিকেরে বলিলেন মধুর
বচনে। বৎসরের মধ্যে আমি আসিব এখানে ॥
নিত্য তুমি নদী পারে করিবে গমন। যে অবধি
নাহি করি পুনরাগমন ॥ বহুবিধ পুরস্কার করিব
তোমারে। যে আজ্ঞা বলিয়া নাবিক উঠিলা সত্বরে ॥
নদী পার করিয়া দিলেক চিত্রসেনে। কুলে উত্ত-

রিয়া প্রবেশিলা ঘোর বনে ।। শ্রীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া, ভবার্ণবে পার কর পদতরী দিয়া ।।

চন্দ্রকুমারের সহিত উর্ব্বশীর মিলন ।
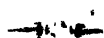
পয়ার । এথা কেতে রাজপুত্র বিষাদিত মনে । ক্রন্দন করেন চিত্রসেনের বিহনে ।। কাননে প্রবেশি চন্দ্রকুমার একাকী । কম্পান্বিত কলেবর ঘোর বন দেখি ।। ধীরে২ পদব্রজে করেন গমন । কোথা চিত্রসেন বলি নয়নে রোদন ।। ক্ষুধায় আকুল ব্যাকুলিত চিত্ত হৈয়া । ফল অন্বেষণ করে চৌদিগে চাহিয়া । যোগী এক বৃক্ষমূলে কৈলা দরশন । পুলকে পূরিত চিত্র আনন্দিত মন ।। তেজস্বী তপস্বি কান্তি উদিত তপনে । মস্তকেতে জটাভার বিভূতি ভূষণ ।। গলবস্ত্র হৈয়া সম্মুখেতে দাণ্ডাইলা । নানামতে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলা ।। স্তবে তুষ্ট যোগীবর হইলা তখন ক্ষণেক বিলম্বে কৈলা চক্ষু উন্মীলন ।। গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি দেখিয়া কুমারে । জিজ্ঞাসা করেন তারে অতি সমাদরে ।। বয়স নবীন সর্ব্ব সুলক্ষণ দেখি । এঘোর কাননে কেন আইলে একাকী ।। কোথা হৈতে আ-

হলে তুমি যাইবে কোথায়। কিবা অন্বেষণ কর বলহ আমায়॥ রাজার নন্দন কহে হয়ে যোড় পাণি। দয়াতরে মৃদুস্বরে আপন কাহিনী॥ চন্দ্রদ্বীপ নামে এক বিখ্যাত নগর। ইন্দ্রসেন মম পিতা তাহার ঈশ্বর॥ চিত্রসেন সেনাপতি লইয়া সঙ্গেতে। মৃগয়া কারণে আইলাম অরণ্যেতে॥ নিশিতে বৃক্ষের পরে ছিলাম দুজন। ভয়ে ভীত চিত্ত নিশি করি জাগরণ॥ আচম্বিতে উপনীত হৈল দস্যুদল। অরণ্য ভিতরে করি মহা কোলাহল॥ শাখা ভগ্ন হয়ে আমি পড়িনু তথায়। দস্যুগণ বান্ধি লয়ে চলিল আমায়॥ সঙ্গে করি আপন ভবনে লয়ে গেল। মাণিক অঙ্গুরী লয়ে মোরে ছাড়ি দিল॥ তথা হতে আইলাম এই ঘোর বন। ভাগ্য ক্রমে পাইলাম তব দরশন॥ করুণা নিধান কৃপা করি আমাপ্রতি। বল কোথা আছে চিত্রসেন সেনাপতি॥ আপনি সর্ব্বজ্ঞ অতি ধীর মতি মান। অবিদিত কিবা আছে তব বিদ্যমান॥ কুমারের এত শুনি মিনতি বচন। কহিতে লাগিলা তারে মধুর বচন। ভ্রমণ করিছ তুমি তাহার কারণে। তোমা বিনা সেও ভ্রমিতেছে বনে বনে॥ শীঘ্র তোমা সহ তার হইবে মিলন। উত্তরাভিমুখে তুমি

করহ গমন ॥ যোগী বাক্য শুনি হৈলা আনন্দিত মন। করে স্বর্গ পায় যেন রাজার নন্দন ॥ প্রণাম করিয়া যোগী পদ কমলেতে। আজ্ঞাবর্ত্তী হইলেন উত্তর মুখেতে ॥ দিনকর কিরণেতে দগ্ধ কলেবর। ক্ষুধায় আকুল তনু কম্পে নিরন্তর ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই কানন ভিতর। সরোবর দেখিলেন অতি মনোহর ॥ নানাফল ফুলেতে চৌদিগ সুশোভিত। দেখি রাজপুত্র চিত্তে হৈলা হরষিত ॥ ত্বরান্বিত হয়ে সেই সরোবর তীরে। উত্তরিলা গিয়া অতি হরিষ অন্তরে ॥ স্নান দান নিত্য কর্ম্ম করি সমাপন। সরোবর তীরে পুনঃ করিল গমন ॥ বিবিধ প্রকার ফল করিয়া ভোজন। সরোবর জলপানে হৈলা তৃপ্ত মন ॥ ক্ষণেক বিশ্রাম করি উঠি তথা হৈতে। ধীরে ধীরে চলিলেন উত্তরমুখেতে ॥ হেনকালে অস্তাচলে গেল দিনমণি। ঘোর অন্ধকারময় হইল রজনী ॥ ভয়ে ভীত চিত্ত হয়ে রাজার নন্দন। গহন কানন মধ্যে করেন গমন ॥ অনাহারে ব্যাকুল হইয়া অন্তরেতে। বৃক্ষোপরে উঠিলেন কান্দিতে কান্দিতে ॥ ঘোর অন্ধকার নিশি করি নিরীক্ষণ। মনে মনে ঈশ্বরেরে করেন স্মরণ ॥ হেনকালে আশ্চর্য্য করেন দরশন। বায়

ভরে কন্যা এক করিছে গমন ॥ অপরূপ রূপা বামা পরমা রূপসী। গগণে উদয় যেন হইয়াছে শশী ॥ নাহি হয় দৃষ্টি নিশি ঘোর অন্ধকার। রূপে আলো ... ন দেখি চমৎকার ॥ এক দৃষ্টে চাহি রহে রাজার নন্দন। এমি অপরূপ রূপ না দেখি কখন ॥ বায়ুবেগে শূন্যমার্গে যাইতে যাইতে। বৃক্ষোপরে কুমারেরে পাইল দেখিতে ॥ অবিলম্বে আসি সম্মুখেতে উত্তরিলা। মৃদুস্বরে কুমারেরে কহিতে লাগিলা ॥ কে তুমি একাকী আসিয়াছ কাননেতে। সত্য পরিচয় দেহ আমার সাক্ষাতে ॥ সভয়ে কম্পিত তনু রাজার নন্দন। করযোড়ে কহিলেন মধুর বচন ॥ শুনহ রূপসি আমি রাজার তনয়। তোমারে দেখিয়া মনে হইতেছে ভয়। শূন্যমার্গে যাইতেছিলে তুমি একাকিনী। কি কারণে এ কাননে আইলে বল শুনি ॥ রাজপুত্র বচনেতে ঈষদ হাসিয়া। কহিতে লাগিলা তারে ভয়ার্ত্ত দেখিয়া ॥ কি কারণে এত ভয় রাজার নন্দন। কম্পান্বিত কলেবর দেখি কি কারণ ॥ স্বর্গপুর নৃত্যকী উর্ব্বশী মম নাম। সত্য করি কহিলাম শুন গুণধাম ॥ শূন্যমার্গে বায়ু ভরে ভ্রমি একাকিনী প্রফুল্লিতা অন্তরেতে দিবস রজনী। দেখিয়া তোমার

অতি রূপ মনোহর। পঞ্চশরে অস্থির হইল কলেবর তেকারণে সম্মুখেতে আইনু তোমার। তোমারে বরিব মনে বাসনা আমার॥ উর্ব্বশীর কথা শুনি রাজার নন্দন। রূপের লাবণ্য দেখি [illegible]। বাক্য নাহি সরে রহিলেন মৌন হয়্যা। অনিমিখ নয়নেতে রহিলা চাহিয়া॥ বচন শুনহ মোর রাজার তনয়। কৃপা করি যদি চল আমার আলয়॥ মনেতে প্রফুল্ল শুনি উর্ব্বশী বচন। যাইতে স্বীকার কৈল রাজার নন্দন॥ উর্ব্বশী রাজার পুত্রে লয়ে ক্রোড়ে করি। শূন্যমার্গে চলিলা পবনে ভর করি॥ বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতেতে উত্তরিলা গিয়া। আনন্দ সাগরে মগ্না কুমারে লইয়া॥ স্বর্ণময়ী পুরী মধ্যে প্রবেশ করিল। অপূর্ব্ব পালঙ্কে গিয়া দোঁহায় বসিল॥ নানা মতে রস রঙ্গ ভঙ্গে দুই জন। রজনী বঞ্চিলা হয়ে আনন্দিত মন॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া। ভবার্ণবে পার কর পাদ তরী দিয়া॥

—※—

রাজ কুমারের উর্ব্বশীর সহিত কথোপকথন।

যামিনী হইল গত উদয় তপন। কমল প্রফুল্ল হেরি অরুণ কিরণ॥ শয্যা হৈতে গাত্রোত্থান করি দুই জন। নিয়মেতে নিত্যকর্ম্ম কৈলা সমাপন॥ ভোজন করিয়া দোঁহে শয়ন করিলা। নিদ্রাভঙ্গ হয়ে দুই জনেতে উঠিলা॥ বিহার করিতে পুষ্পোদ্যানে করি মনে। আনন্দ অন্তরে উত্তরিলা দুই জনে॥ চারিদিগে নানাজাত পুষ্প সুশোভন। হেরি জ্ঞান হয় যেন নন্দন কানন॥ নানা জাতি মল্লিকা মালতী জাতী যুথী। গন্ধরাজ বক মন্ত গোলাপ সেউতি॥ বিবিধ প্রকার নানা ফুটিয়াছে ফুল। সৌরভে মোহিত বিশ্ব ভ্রমে অলিকুল॥ মন্দ মন্দ মলয়া হতেছে সমীরণ। গাত্রে স্পর্শ মাত্রে হয় বিচলিত মন॥ পুষ্পোদ্যানে বৃক্ষ মূলে বসি দুই জন। প্রফুল্ল অন্তর নানা কথোপকথন॥ উর্ব্বশী কহিছে রাজ কুমারের প্রতি। সকাতরে কর যোড়ে করিয়া মিনতি॥ সত্য করি কহ দেখি রাজার কুমার। এখানে থাকিবে কিম্বা যাবে স্থানান্তর॥

উর্ব্বশীর বচনেতে রাজার নন্দন। কহিতে লাগিলা হয়ে সহাস্য বদন॥ পরম রূপসী তুমি স্বর্গ বিদ্যাধরী। আমারে করিলে তুমি অনুগ্রহ করি॥ তোমারে ছাড়িয়া আমি যাইব কোথায়। এই কি সুন্দরী তব মনে জ্ঞান হয়। এ ঘোর কাননে তুমি বাঁচাইলে প্রাণ। মনে মনে সদা করি তব গুণ গান॥ যে অবধি এ দেহেতে থাকিবে জীবন। সে অবধি এই কথা রহিল স্মরণ॥ ইন্দ্রের নর্ত্তকী তুমি নর লোক আমি। অনুগ্রহ করিয়া করিলে মোরে স্বামী॥ এই রূপে বিহার করিয়া দুই জনে। ভবনে চলিয়া গেল আনন্দিত মনে॥ হেনকালে অস্তাচলে গেল দিনকর। গগনে উদয় আসি হৈল সুধাকর॥ ভোজন করিয়া দোঁহে করিলা শয়ন। সহচরীগণ করে চামর ব্যজন॥ রাজ পুত্র পাইয়া কন্যা পরম সুন্দরী। চিত্রসেন অন্বেষণ রহিলা পাসরি॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া। ভবার্ণবে পার কর পদ তরী দিয়া॥

সেনাপতি ও রাজ কুমারের পুনর্মিলন।

হেথা চিত্রসেন মনে ব্যাকুল হইয়া। কাননে ভ্রমণে সদা আকুল হইয়া॥ কোথা রাজপুত্র আমি তোমার কারণে। একাকী ভ্রমণ করিতেছি বনে বনে॥ আমারে ত্যজিয়া তুমি রহিলে কোথায়। তোমা বিনা এ কাননে মরি প্রাণ যায়॥ দোঁহে আইলাম বনে মৃগয়া কারণে। আমারে ত্যজিয়া তুমি রয়েছ কেমনে॥ তোমারে ছাড়িয়া দেশে যাইব কি রূপে। কি বলিয়া প্রবোধিব ইন্দ্রসেন ভূপে॥ যদ্যপি তোমার নাহি পাই দরশন। নিতান্ত জীবনে আমি ত্যজিব জীবন॥ এই রূপে চিত্রসেন রোদন করিয়া। কাননে ভ্রমেণ সদা কুমারী লাগিয়া॥ নানা বন উপবন করিয়া ভ্রমণ। বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতেতে করিলা গমন॥ অন্তরেতে রাজপুত্র বিরহ অনল। দাহন করিছে হৃদি হইয়া প্রবল। দেখিয়া পর্ব্বত শোভা অতি মনোহর। বসিলেন বৃক্ষমূলে বিষাদ অন্তর॥ ক্ষণেক বিশ্রাম করি উঠি তথা হৈতে। ধীরে ধীরে চলিলেন উত্তরমুখেতে॥

সম্মুখে দেখিয়া এক পুরি মনোহর। প্রবেশ করিলা সেই পুরির ভিতর॥ দাসদাসী কর্ম্মচারি দেখি বহুজন। মনে বিচারিলা কোন রাজার ভবন॥ কর্ম্মচারিগণেরে জিজ্ঞাসে মৃদুস্বরে। কাহার ভবন সত্য করি কহ মোরে॥ চিত্রসেন বচনেতে কর্ম্মচারিগন। জিজ্ঞাসিল কোথা হৈতে তব আগমন॥ কিকারণে এখানে আইলে মহাশয়। পশ্চাৎ কহিব আগে দেহ পরিচয়॥ মনুষ্যের সমাগম নাহিক এখানে। এঘোর দুর্গমে তুমি আইলে কেমনে। কোথায় থাকহ তুমি কোথা তব ধাম। কোনজাতি হও তুমি কিবা তব নাম॥ এতেক শুনিয়া চিত্রসেন সেনাপতি। পরিচয় কহিলেন করিয়া মিনতি। রাজপুত্র সহ আসি মৃগয়া কারণে। দোঁহেতে বিচ্ছেদ হৈল দৈব নির্ব্বন্ধনে॥ না পাইয়া অন্বেষণ রাজার নন্দনে। সে অবধি আমি একা ভ্রমি বনে বনে॥ তিনদিন অনশনে মরি প্রাণ যায়। অতিথি করহ যদি হইয়া সদয়॥ চিত্রসেন বচনেতে দয়া উপজিল। বসিবারে আসন আনিয়া তারে দিল॥ অন্তঃপুরে রাজপুত্র উর্ব্বশীর সনে। কৌতুকে আছেন অতি আনন্দিত মনে॥ কর্ম্মচারিগণ সবে

...জানায়। অতিথি এসেছে এক শুন মহাশয়॥ ...শুনি রাজপুত্র জানিয়া বাহিরে। চিনিতে পা-রিলা আসি দেখি অতিথিরে॥ নয়ন ভঙ্গিতে কৈলা ইঙ্গিত তখন। পরিচয় আমার না দিবে কদাচন॥ ...সেন সেনাপতি অতি বিচক্ষণ। ইঙ্গিত বুঝিয়া ...করেন রোদন॥ ছলে রাজপুত্র জিজ্ঞাসেন অতিথিরে। কি কারণে ভাসিতেছ নয়নের নীরে॥ কি জন্য এতেক দুঃখ কহ মহাশয়। কি দুঃখে ... কর দেহ পরিচয়॥ ঝর ঝর অশ্রুধারা বহে নয়-নে। রাজপুত্রে কহিলেন বিনয় বাক্যেতে॥ মৃগয়া করিতে আসি রাজপুত্র সনে। দৈবযোগে তাঁরে হারাইনু ঘোর বনে॥ প্রাণ সম বন্ধু কান-নেতে হারাইয়া। সে অবধি ভ্রমি আমি কান্দিয়া কান্দিয়া॥ অতিথির ক্রন্দনেতে রাজার নন্দন। ছলে কহিলেন বাক্য সজল নয়ন॥ দেখিয়া তোমা দুঃখ শুন মহাশয়। হুতাশনে দগ্ধ মম হতেছে হৃদয়। ক্রন্দন সম্বর কর ধৈর্য্যাবলম্বন। অচিরে পাইবে তুমি রাজার নন্দন॥ কিছু দিন এখানেতে কর অব-স্থিতি। সদত বাসনা সেবা করিতে অতিথি॥

কুমারে দেখিয়া চিত্রসেন আনন্দিত। ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল পুলকে পূর্ণিত॥ ব্যস্ত হয়ে রাজপুত্র লয়ে অতিথিরে। ভোজন করান তারে অতি সমাদরে॥ দিব্য শয্যা আনি দিল করিতে শয়ন। শয়ন করিলা হয়ে [illegible] বসিলেন রাজপুত্র চিত্রসেন পাশে। মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কুশল জিজ্ঞাসে॥ এত দিন কোথা ছিলে বনে কি প্রকারে। দেখা হৈল তোমা সহ বহু দিন পরে॥ চিত্রসেন আদ্যঅন্ত সব বিস্তারিয়া। হেমলতা সঙ্গে বিভা বিশেষ করিয়া॥ শুনিয়া কুমার মনে হৈলা আনন্দিত। কহিতে লাগিলা হয়ে পুলকে পূর্ণিত॥ উর্ব্বশী শুনিলে না ছাড়িবে কদাচিত। গোপনে যাইব দোঁহে কহিনু নিশ্চিত॥ সকল কহিল আপনার বিবরণ। যে প্রকারে উর্ব্বশীর সহিত মিলন॥ এত বলি দুইজনে সজল নয়ন। দোঁহাকার দুঃখে দোঁহে করেন রোদন॥ চিত্রসেন কহিলেন রাজার নন্দনে। বল দেখি হেথা হৈতে যাইবে কেমনে॥ কদাচ উর্ব্বশী তোমা ছাড়িয়া না দিবে। কি উপায়ে বল দেখি কেমনে যাইবে॥ রাজার নন্দন কহিছেন বিনয়েতে। হেথা হৈতে যাইতে হবে অতি গোপনেতে॥ সাবধান

কার যেন প্রকাশ না হয়। অতিথি ভাবেতে তুমি আছহ হেথায়॥ এত বলি রাজপুত্র করিলা গমন। ফিরেসেন আনন্দেতে করিলা শয়ন॥ এইরূপে তিন দিন রহিলা তথায়। যাইবার কোনমতে না পান উপায়॥ এক দিন উর্ব্বশী কহিলা কুমারেরে। অদ্য আমি যাইব অমরাবতী পুরে॥ সাবধান হয়ে এই ভবনে রহিবে॥ যে আজ্ঞা করিবে তাহা তখনি পাইবে॥ রাজকুমারের কাছে লইয়া বিদায়। উর্ব্বশী চলিয়া গেল ইন্দ্রের সভায়। এখানেতে পরামর্শ করি দুই জনে। কিষ্কিন্ধ্যা গিরি হৈতে গিয়া প্রবেশে কাননে॥ নানা বন উপবন যান ছাড়াইয়া। মহানন্দে দুইজনে পুলকিত হৈয়া॥ কিছুদিন পরে নদীতীরে উত্তরিলা। নদী পার হেতু মনে ভাবিতে লাগিলা॥ পূর্ব্ব কথা অনুসারে নাবিক আইল। নদী তীরে দুই জনে দেখিতে পাইল॥ যোড় কর করি দাণ্ডাইল সম্মুখেতে। নাবিকেরে কহিলেন নৌকায় যাইতে॥ নাবিক নৌকায় গিয়া কৈল আরোহণ। তরিপরে আরোহণ কৈলা দুই জন॥ নদী পার হয়ে হৈলা আনন্দিত মন। তাম্রদ্বীপে দুই জনে করেন

গমন ॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া। ভবার্ণবে পার কর পদ তরী দিয়া ॥

তাম্রদ্বীপে পুনর্গমন ও মালসান রাজার শাপ মোচন।

পয়ার। চিত্রসেন আর ইন্দ্রসেনের নন্দন। দুই জনে তাম্রদ্বীপে করিলা গমন ॥ নগরে প্রবেশমাত্র করিলা দোঁহাতে। স্ত্রী পুরুষ বিভাগ হইল পূর্ব্বমতে বিদ্যাদিতা হেমলতা ছিলেন বসিয়া। প্রফুল্লিতা হৈল মনে আশ্চর্য্য দেখিয়া ॥ নিশ্চয় বুঝিলা চিত্রসেনের আগমন। আসিয়াছে নাথ সহ রাজার নন্দন। কোলাহল ধ্বনি হৈল রাজ-ভবনেতে। আজ্ঞা দিলা মন্ত্রী প্রতি দোঁহারে আনিতে ॥ পাইয়া রাণীর আজ্ঞা মন্ত্রী বিচক্ষণ। অগ্রসর হৈলা লয়ে সভাসদগণ। অন্তঃপুরে করে সবে সুমঙ্গল ধ্বনি। আনন্দ সাগরে মগ্না হইলেন রাণী॥ সভাসদ সহ মন্ত্রী অগ্রসর হৈয়া রাজ ভবনেতে আইলা দোঁহারে লইয়া ॥ অন্তঃপুরে দুজনারে লইয়া তখন। অতি সমাদরে দিলা বসিতে আসন। কর যোড়ে হেমলতা করে প্রণিপাত

মধুর বচনে কহে শুন প্রাণনাথ ॥ রাজপুত্র অন্বেষণে গেলে যে অবধি। আশা পথ নিরখিয়ে আছি সে অবধি ॥ অদ্য মম সুপ্রভাত হইল রজনী। রাজপুত্র সহ হেথা আইলে আপনি। পিতৃ রাজ্য শাপে মুক্ত হৈল এতদিনে। তোমাদের দোঁহাকার শুভ আগমনে ॥ এইমতে নানামতে স্তব স্তুতি করে। তুষ্ট তুষ্ট দুইজন আনন্দ অন্তরে ॥ বিধির লিখন বাক্য অন্যথা না হয়। উপলক্ষ এক মাত্র কালে পূর্ণ হয় ॥ এইমতে নানা মতে কথোপকথন। আপনি নারেন রাণী চামর ব্যজন ॥ হেমলতা জিজ্ঞাসা করিল চিত্রসেনে। কোথা অন্বেষণ পাইলে রাজার নন্দনে বিস্তারিয়া তাদাবন্ত সকল কহিলা। শুনি রাণী আনন্দ সাগরে মগ্না হৈলা। নানা মত খাদ্য দ্রব্য করি আয়োজন। দোঁহারে আপনি রাণী করান ভোজন ॥ ভোজনান্তে দুই জনে পালঙ্কে বসিলা। মুখ শুদ্ধি সৌগন্ধ তাম্বুল আনি দিলা ॥ মহানন্দে দুই জনে করেন শয়ন। হেমলতা করে দোঁহে চামর ব্যজন ॥ পথ শ্রান্ত কাননেতে নিশি জাগরণ। পালঙ্কেতে নিদ্রা যান হয়ে অচেতন ॥ নিদ্রা ভঙ্গে উঠিলেন দিবা অবসানে। ভ্রমণ করিতে দোঁহে গেলা

পুষ্পোদ্যানে ॥ দুজনার কর দোঁহে করিয়া ধারণ। ভ্রমণ করেন অতি হরষিত মন। চিত্রসেনে কহিলেন রাজার নন্দন। রাজ্য ছাড়ি বহুদিন আইনু দুজন ॥ নাহি জানি পিতা মাতা আছেন কেমনে। অতেব ভাবনা বড় হইতেছে মনে ॥ দেশেতে যাইতে মনে হতেছে বাসনা। কেমন করিয়া যাব বল সুমন্ত্রণা ॥ চিত্রসেন কুমারের শুনিয়া বচন। কহিতে লাগিল হয়ে হরষিত মন ॥ আশ্বাসিয়া বল তুমি রাজার কন্যারে। দেশেতে যাইব পিতামাতা দেখিবারে। হৃদয় বিদরে দেখিবারে পিতা মাতা। শুনিয়া বি কথা বলে দেখ হেমলতা ॥ এত বলি পুষ্পোদ্যা হৈতে দুইজন। কৌতুকে আইলা হেমলতার ভবন হেনকালে অস্তাচলে চলিলা মিহির। চন্দ্রো দয় হইলেন বিনাশি তিমির ॥ অন্তঃপুরে দুইজনে করিলা গমন। আসনে বসিলা দোঁহে হরষিত মন ॥ নানামতে ভোজন করেন দোঁহে সুখে। চামর ব্যজন রাণী করেন সম্মুখে। হেমলতা প্রতি চাহি রাজার নন্দন। কহিতে লা গিলা হয়ে সহাস্য বদন ॥ রাজ্য ছাড়ি বহুদিন ভ্রা বনে বনে। নাহিজানি পিতা মাতা আছেন কে

মনে ॥ দেখিতে বাসনা বড় হয়েছে মনেতে। আপনারে বিদায় দেও হাস্য বদনেতে ॥ চিত্রসেন সহে সুখে রাজ্য ভোগ কর। পিতৃ রাজ্য যাব আমি অনুমতি কর ॥ একেক শুনিয়া রাজনন্দনের বাণী। কহিতে লাগিলা তখন রাজার নন্দিনী ॥ কি কথা কহিলে পুনঃ বল দেখি শুনি। কেমনে এমন কথা বলিলে আপনি ॥ কি কারণ এত ভব নিষ্ঠুর বচন। পাষাণ হৃদয় তব রাজার নন্দন ॥ কত ক্লেশে আসিয়াছ আমার ভবনে। সুস্থ হও কিছু দিন থাকিয়া এখানে ॥ হেমলতা প্রতি কহে রাজার নন্দন। নিষেধ আমারে না করিবে কদাচন ॥ যাইব ভবনে মনে করেছি মনন। কোনমতে না শুনিব তোমার বচন ॥ এত শুনি হেমলতা নিরুত্তর হৈলা। মলিন বদন ধরাসনেতে বসিলা ॥ চিত্রসেন কহিছেন রাজার নন্দনে। এমন বচন তুমি বলিলে কেমনে ॥ তোমারে ছাড়িয়া আমি থাকিব এখানে। কেমনে এমন কথা বলিলে বদনে ॥ দোঁহে আসিয়াছি বনে মৃগয়া কারণে। নানামত ক্লেশ পাইয়াছি বনে বনে ॥ আমা বিনা কত দুঃখ পেয়েছ কাননে। সেসকল এখন বুঝি পাসরিলে মনে ॥

নানা স্থানে তোমা বিনা করেছি ভ্রমণ। এখন শুনিলে সব রাজার নন্দন ॥ বহু কষ্টে দুইজনে হয়েছে মিলন। এখন ত্যজিতে চাহ বল কি কারণ কি লাগি আইলা তুমি উর্ব্বশী ছাড়িয়ে। আমারে কহিছ থাক হেমলতা লয়ে ॥ যেখানে যাইবে তুমি রাজার নন্দন। সেস্থানে নিশ্চয় আমি করিব গমন। অন্যথা নাহিক ইথে হবে কদাচন। সত্যকরি কহিলাম স্বরূপ বচন ॥ যদ্যপি আমারে ছাড়ি যাবে স্থানান্তরে। পশ্চাতে যাইব আমি কহিনু তোমারে রাজপুত্র শুনি চিত্রসেনের বচন। কহিতে লাগিল হয়ে মলিন বদন। নিশ্চয় যাইব মাতা পিতা দরশনে। কদাচ নাহিক আমি থাকিব এখানে। যাইচ্ছা তোমার তুমি করহ এখন। সত্য করি ক দেখি কিরূপ মনন ॥ চিত্রসেন কহিলেন রাজা তনয়ে। কেমনে থাকিব হেথা তোমারে ছাড়িয়ে একান্ত যদ্যপি তুমি যাইবে ভবন। আমিও তো মার সঙ্গে করিব গমন ॥ হেমলতা দুজনার বচ শুনিয়া। করযোড়ে কহিলেন বিনয় করিয়া আমারে ত্যজিয়া বল কোথায় যাইবে। নিতা কি কান্ত মম পরাণ বধিবে ॥ কভু না ছাড়িব আ

যাইব সঙ্গেতে। তোমা ছাড়ি এখানে না রব কোন মতে॥ চিত্রসেন হেমলতার চাহিয়া বদন। প্রবোধিয়া কহিছেন মধুর বচনে॥ অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য ত্যজিয়া সুন্দরী। কেমনে যাইবে এসকল পরিহরি॥ আসিয়াছি ভ্রমণ করিয়া বনে বনে। পুনরপি যাব দোঁহে গহন কাননে॥ দুঃখলেশ নাহি জান রাজার নন্দিনী। আমাদের সঙ্গে কোথা যাবে বিনোদিনী॥ চিরকাল রাজ্যভোগ কর আনন্দেতে। কি দুঃখে যাইবে বল তুমি কাননেতে॥ চিত্রসেন বচনেতে কহে হেমলতা। তোমা ছাড়ি রব হেথা এ কেমন কথা॥ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ নাহিক বাসনা। একত্রে থাকিব দোঁহে সদত কামনা॥ জাননা কি স্ত্রীলোকের পতি বিভূষণ। পতি বীনা বৃথা নারী জীবন ধারণ॥ স্ত্রীলোকের পতি বিনা গতি নাহি আর। অসার সংসারে নারীর পতি মাত্র সার॥ একান্ত যদ্যপি কান্ত যাইবা ত্যজিয়া। নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ আত্মঘাতি হইয়া॥ চিত্রসেন হেমলতা বচন শুনিয়া। কহিতে লাগিলা নানামত প্রবোধিয়া॥ রাজকন্যা বিনয়েতে কহেন বচন। অশ্রুপূর্ণ দুনয়নে মলিন বদন॥ প্রবোধ বচন নাথ বল অকা-

রণ। সঙ্গেতে যাইব না শুনিব কদাচন।। চিত্রসে
কহিলেন রাজকুমারের। কি উপায় করিব হে বল
আমারে।। রাজকন্যা যদ্যাপি নিষেধ না শুনিল
অবশ্য করিয়া সঙ্গে যাইতে হইল।। হেমলতা প্রা
চাহি বলেন বচন। নিতান্ত যাইবে সঙ্গে করে
মনন।। অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য কারে সমর্পিবে। কেম
করিয়া মম সঙ্গেতে যাইবে।। চিত্রসেন বাক্য শু
রাজার নন্দিনী। কহিতে লাগিলা যোড় করি দু
পাণি।। মন্ত্রী প্রতি রাজ্য ভার করি সমর্পণ। তে
মার সঙ্গেতে আমি করিব গমন।। কার্য্যনাহি অতু
ঐশ্বর্য্য রাজ্য ধন। একান্ত সঙ্গেতে যাব করে
মনন।। চিত্রসেন শুনি হেমলতার বচন। কহিছে
যাহা ইচ্ছা করহ এখন।। এত শুনি রাজক
ডাকিয়া মন্ত্রীরে। কহিতে লাগিলা অতি হরিষ অ
ন্তরে।। এ রাজ্য তোমারে করিলাম সমর্পণ। [illegible]
পালন করহ প্রজাগণ।। রাজকন্যা বাক্য মন্ত্রী ক
রিয়া শ্রবণ। কহিতে লাগিলা হয়ে বিষাদ বদন
কেমনে এমন আজ্ঞা করিলে আমারে। সিংহে
যে ভার তাহা শৃগালে কি পারে।। এতেক শুনি
রাণী সহাস্য অন্তরে। নানা মতে প্রবোধিয়া কহে

৷রে ॥ ধর্ম্মেতে থাকিলে মন নাহি কিছু ভয়।
৷ ধর্ম্ম তথা জয় বুধগণে কয় ॥ এত বলি
ত্রা কৈলা শুভক্ষণ দেখি। পুষ্পোদ্যানে সে দিন
চলা বিধুমুখী ॥ অস্তাচলে গমন করিলা দিনমণি
৷ন জনে পুষ্পোদ্যানে বঞ্চিলা রজনী ॥ শ্রীনাথে
রুণাময়ী করিয়া করুণা। বিতর কমল পদ মকরন্দ
৷না ॥

—৵৶—

রাজকুমার ও চিত্রসেনের
বাটী গমন ॥

জামিনী হইল গত উদয় তপন। কিরণে প্রফুল্ল
হল কমল কানন ॥ নানা জাতি সরোরুহ দেখি
স্ফুটিত। মধু লোভে মধুকর হয়ে আনন্দিত ॥
ভ্রমিছে চারিদিগে উন্মত্ত হইয়া। সরোবরে প্রফুল্ল
মল মধুপিয়া ॥ মন্দ মন্দ মলয়া হতেছে সমীরণ।
াত্রে স্পর্শ মাত্রে হয় উচাটন মন ॥ নিদ্রা ভঙ্গে
াজকন্যা বসি পুষ্পোদ্যানে। রহাস্য করেন নানা
াহাস্য বদনে ॥ চিত্রসেন হেমলতার চাহিয়া বদন।
াহিতে লাগিলা অতি মধুর বচন ॥ কর্ম্মচারিগণেরে

করহ অনুমতি। যাইবার সুসজ্জা করিতে শীঘ্রগতি॥ শুনি আজ্ঞা দিলা দূতে আনিতে মন্ত্রীরে। আদেশ পাইয়া দূত চলিল সত্বরে॥ মন্ত্রীর নিকটে দূত করিয়া গমন। গলবস্ত্রে করযোড়ে করে নিবেদন॥ আজ্ঞাদিলা মহারাণী তোমারে যাইতে। শীঘ্রচল মহাশয় রাণীর সভাতে॥ শুনিয়া দূতের মুখে মন্ত্রী বিচক্ষণ। তৎক্ষণাৎ দূত সঙ্গে করিলা গমন॥ উপনীত হৈলা রাজকন্যা সম্মুখেতে। প্রণাম করিয়া কহে বিনয় বাক্যেতে॥ কি কর্ম্ম করিব মোরে কহ অনুমতি। কহিতে লাগিলা রাণী চাহি মন্ত্রী প্রতি॥ মমরাজ্য তোমারে করিলাম সমর্পণ। ধর্ম্মেতে রাখিয়া মন পাল প্রজাগণ॥ কর্ম্মচারিগণেরে করহ অনুমতি। যাইবার সুসজ্জা করিতে দ্রুতগতি॥ তখনি বলিলা ডাকি অনুচরগণ। যে যে দ্রব্য চাহি তাহা কর আয়োজন॥ আজ্ঞা মাত্রে প্রস্তুত করিলা সব আনি। দাণ্ডাইল সম্মুখেতে হয়ে যোড়পাণি। নানা জাতি হস্তি অশ্ব দাস দাসীগণ। নানা অলঙ্কারেতে করিয়া সুসাজন॥ শিবিকা সুসজ্জা করি বাহক আনিল। প্রণাম করিয়া আনি সম্মুখে রাখিল॥ নানামত খাদ্যদ্রব্য তখনি আনিয়া। কর্ম্ম-

রিগণ রাখে ঘরে সাজাইয়া ।। করযোড়ে হেমলতা হিছে তখন । বিলম্বেতে আর কিছু নাহি প্রয়োজন গরের লোক যত যাইলা দেখিতে । মঙ্গলাচরণ ভধ্বনি বদনেতে ।। দ্রুতগতি হেমলতা উঠিয়া ত্বরে । যথাযোগ্য সম্ভাষণ করেন সবারে ।। দরিদ্র নারে ধন করি বিতরণ । অদৈন্য করিলা দিয়া বিবিধ রতন ।। চিত্রসেন হেমলতা রাজার নন্দন । মারে লইয়া কৈলা শিবিকারোহণ ॥ বাহকগণেরে রিলেন অনুমতি । শিবিকারোহণ করি চল শীঘ্রগতি ।। আজ্ঞাবহ বাহক হইয়া ত্বরান্বিত । শিবিকা লইয়া নদীতীরে উপনীত ।। হেনকালে অস্তাচলে গেল দিবাকর । গগণে উদয় শশী অতি শোভাকর ।। কুমুদিনী প্রফুল্লা হইলা সরোবরে । সমীরণে সঘনে দুলিছে রস ভরে ॥ নদীতীরে সকলে রহিলা সেই দিনে । চৌদিগে বেষ্টিত হয়ে দাস দাসীগণে ।। পরদিন তথা হৈতে নদী পার হয়ে । কৌতুকে চলিলা সবে আনন্দিত হয়ে ।।

নানা দেশ বন উপবন ছাড়াইয়া । উত্তরিলা

চন্দ্রদ্বীপ নিকটেতে গিয়া ॥ দূতেরে ডাকিয়া তবে রাজার নন্দন। চন্দ্রদ্বীপ নগরেতে করিলা প্রেরণ ॥ আজ্ঞা মাত্র দূত গিয়া রাজার সভায়। গলবস্ত্র যোড় করে সম্মুখে দাণ্ডায় ॥ জিজ্ঞাসা করিলা মন্ত্রী দূতেরে দেখিয়া। কে তুমি আইলে হেথা কিসের লাগিয়া ॥ করযোড় করি দূত বলিলা বচন। কুমারের হইয়াছে শুভ আগমন ॥ শুনি মন্ত্রী উঠিলেন ত্বরান্বিত হৈয়া। রাজারে কহিলা বাত্রা ত্বরান্বিত হৈয়া ॥ পুত্র শোকানলে দগ্ধ ছিলা রাজ রাণী। আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈলা দোঁহে শুনি ॥ অবিলম্বে নরপতি সভায় আসিয়া। অদৈন্য করিলা দূতে নানা ধন দিয়া ॥ কহিলেন মন্ত্রী প্রতি হরষিত অতি। চন্দ্রকুমারেরে গিয়া আন শীঘ্রগতি ॥ রাজার আদেশ পাইয়া ত্বরান্বিত হৈয়া। চলিলা সঙ্গেতে সভাসদগণ লয়্যা ॥ মথা বসি রাজপুত্র আনন্দ অন্তরে। উপনীত হয়ে মন্ত্রী দণ্ডবত করে ॥ মন্ত্রীরে দেখিয়া তখন রাজার নন্দন। সমাদরে করি দিলা বসিতে আসন ॥ কর-যোড়ে কহিলেন শুন যুবরাজ। আপনার নিকটে পাঠালেন মহারাজ ॥ কুমারের আগমন শ্রবণ করিয়া। লয়্যা যাইতে আমারে দিলেন পাঠাইয়া ॥

ন্ত্রীর বচন শুনি রাজার নন্দন। পুলকে পুর্ণিত
ত্ত আনন্দিত মন॥ সঙ্গেতে লইয়া হেমলতা চিত্র-
নে। পদব্রজে চলিলেন রাজার সদনে॥ অশ্ব
স্তি দাস দাসী চলিল পশ্চাতে। অগ্রসর আপনি
ইয়া যোড়হাতে॥ উপনীত হৈলা গিয়া রাজার
ভায়। সাষ্টাঙ্গেতে প্রণিপাত করিলা পিতায়॥
চিত্রসেন নমস্কার করিলা রাজারে। হেমলতা প্র-
বেশ করিলা অন্তঃপুরে॥ অশ্ব হস্তি দাস দাসী
থা যোগ্য স্থানে। স্নানদান করিলেন আনন্দিত
নে॥ পুত্র কোলে লৈয়া রাজা প্রফুল্ল বদনে। চুম্বন
করিয়া রাজা কহেন নন্দনে॥ এতদিন কেমনেতে
ছলে পাসরিয়া। মনে কি ছিলনা বাছা জনক
লিয়া॥ নানামত বাক্যে রাজায় সান্ত্বনা করিয়া।
চলিলা জননীর নিকটেতে গিয়া॥ সাষ্টাঙ্গে
প্রণাম কৈলা মাতার চরণে। পুত্র কোলে লইয়া
রাণী আনন্দিত মনে॥ ক্রোড়ে করি কুমারেরে
চাহিতে লাগিলা। কেমনে মায়ের বাছা পাসরিয়া
ছিলা॥ অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বহে নয়নেতে। চুম্বন
করেন রাণী পুত্র বদনেতে॥ জন্মাবধি কখন না
পান দুঃখলেশ। আহা মরি বাছা কত পাইয়াছ

ক্লেশ ॥ সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ হয়েছে বিবর্ণ। পথ শ্রান্তে কলেবর হইয়াছে শীর্ণ ॥ কত ক্লেশ কাননে পেয়েছ বাছাধন। রবির কিরণে শুকায়েছে চন্দ্রানন॥ দুঃখানলে দগ্ধ দেহ হতেছে আমার। মা বলে বিধু বদনে ডাক একবার ॥ মায়ের বচনে চন্দ্রকুমার তখন। করযোড়ে কহিলেন মধুর বচন ॥ আমাবিনা কত দুঃখ পেয়েছ জননি। কৃপাকরি অপরাধ না লবে আপনি ॥ কি করিব বিধিলিপি কে খণ্ডাতে পারে। সুখ দুঃখ হয় মাগো কর্ম্ম অনুসারে ॥ বাৎসল্য ভাবেতে পুত্রে করান ভোজন। আপনি করেন বসি চামর ব্যজন ॥ ভোজনান্তে পালঙ্গেতে করিলা শয়ন। পথশ্রান্তে নিদ্রা জান হয়ে অচেতন ॥ হেমলতা লয়ে রাণী অতি সমাদরে। জিজ্ঞাসা করেন তারে সুমধুর স্বরে ॥ কোথায় নিবাস তব কাহার নন্দিনী। সত্যকরি বিস্তারিয়া বল দেখি শুনি ॥ হেমলতা কহিলেন সব বিস্তারিয়া। আনন্দিত হৈলা রাণী বিশেষ শুনিয়া ॥ অতি সমাদরে লয়ে করান ভোজন। হেমলতা হৈলা অতি প্রফুল্লিতা মন ॥ দুই জনে নানামতে কথোপকথন। আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলা তখন ॥ হেমলতা প্রতি রাণী

লাগিলা কহিতে। কতদুঃখ বাছা পাইয়াছ কান-নতে॥ সারারাত্র কাননে হয়েছে জাগরণ। ক্ষণেক বিশ্রাম কর করিয়া শয়ন॥ প্রফুল্লা হইলা শুনি রাণীর বচন। পালঙ্ক উপরে গিয়া করিলা শয়ন॥ নিদ্রা ভঙ্গে রাজপুত্র দিবা অবসানে। ভ্রমণ করিতে চলিলেন পুষ্পোদ্যানে॥ নানামত পুষ্প সুশোভিত পুষ্পোদ্যান। নন্দন কানন সম যাহার বাখান॥ চতুর্দ্দিগে নানা জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত। সৌরভে মোহিত বিশ্বগন্ধে আমোদিত॥ দেখিয়া কানন শোভা রাজার নন্দন। আনন্দ অন্তর হয়ে করেন ভ্রমণ॥ হেনকালে অস্তাচলে গেল দিবাকর। গগণে উদয় হৈল পূর্ণ সুধাকর॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী করিয়া করুণা। বিতরকমল পদ মকরন্দ কণা॥

কুমারের বিবাহ জন্য শল্য রাজার নিকট দূত প্রেরণ।

ইন্দ্রসেন নরপতি রাজা ইন্দ্র প্রায়। বারদিয়া প্রভাতে বসিলা নররায়॥ অমাত্য বন্ধু বান্ধব হইয়া

বেষ্টিত। ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বসি গুরু পুরোহিত॥
হেনকালে রাজপুত্র আইলা সভায়। প্রণাম করিয়া
ভূপে সম্মুখে দাণ্ডায়॥ পুত্রেরে দেখিয়া রাজা হর-
ষিত মন। বসিতে আদেশ রাজা করিলা তখন॥
রাজপুত্র ভূপতির আজ্ঞা অনুসারে। বসিলা সভায়
অতি প্রফুল্ল অন্তরে॥ বিচার করেন নানা বুধগণ
সঙ্গে। সন্তুষ্ট হইলা সবে শাস্ত্রের প্রসঙ্গে॥ ভূপতিকে
কহিলেন সভাসদগণ। সর্ব্ব গুণান্বিত রাজা তোমার
নন্দন॥ এতেক শুনিয়া সভাসদের বচন। ইন্দ্রসেন
রাজা হৈলা আনন্দিত মন॥ মন্ত্রী প্রতি নরপতি
বলিলা তখন। পুত্রের বিবাহ দিব করেছি মনন॥
শল্য নামে রাজা মগধের অধিকারী। কন্যা এক
আছে তার পরমা সুন্দরী॥ মগধ রাজ্যেতে দেহ
দূত পাঠাইয়া। বিবাহের বিবরণ সকল লিখিয়া॥
রাজার আদেশ পাইয়া মন্ত্রীবিচক্ষণ। মগধ রাজ্যেতে
দূত করিলা প্রেরণ॥ প্রণাম করিয়া দূত গেল শীঘ্র-
গতি। মগধ রাজ্যেতে যথা শল্য নরপতি॥ উপনীত
হৈল গিয়া রাজার সভায়। পত্র দিয়া যোড়হস্তে
সম্মুখে দাণ্ডায়॥ দূতে দেখি রাজমন্ত্রী কহেন
তখন। কে তুমি কোথায় ধাম কহ বিবরণ॥ কর

যোড় করি দূত কহিতে লাগিল। ইন্দ্রসেন নরপতি মোরে পাঠাইল ।। পত্র দিয়া সম্মুখেতে রহে দাণ্ডাইয়া। জিজ্ঞাসা করিলা আর সব বিস্তারিয়া ।। পত্র পাঠ করি মন্ত্রী রাজারে কহিলা। শুনি রাজা আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈলা ।। দূতেরে ডাকিয়া নানা পুরস্কার দিয়া। কহিতে লাগিলা রাজা দূতে সম্বোধিয়া ।। ইন্দ্রসেন রাজাকে কহিবে নমস্কার। আজ্ঞাবর্ত্তী আছি আমি সদত তাঁহার ।। যে আজ্ঞা করিবেন তিনি করিব তখনি। অন্যথা নাহিক ইথে স্বরূপ কাহিনী ।। এইমত নানা বাক্য দূতেরে কহিয়া। বিদায় করিলা পত্র প্রত্যুত্তর দিয়া ।। সভা হৈতে দূত অতি হরিষ অন্তরে। যাত্রা কৈলা প্রণাম করিয়া ভূপবরে ।। ক্রমে ক্রমে নানা দেশ যায় ছাড়াইয়া। চন্দ্রদ্বীপ নগরেতে উত্তরিলা গিয়া ।। উপনীত হয়ে ভূপে প্রণাম করিল। শল্যরাজ বাক্য সব রাজারে কহিল ।। ভূপতিরে দিল শল্য ভূপতির পত্র। পত্র দৃষ্টে ভূপতির পুলকিত চিত্র ।। দূতেরে শেরোপা দিলা বিবিধ রতন। প্রণাম করিয়া দূত করিলা গমন ।। প্রফুল্ল বদনে রাজা কহিলা মন্ত্রীরে। বিবাহের আয়োজন করহ সত্বরে। রাজার আদেশে মন্ত্রী ত্বরান্বিত

হৈয়া। প্রস্তুত করিলা দ্রব্য সমস্ত আনিয়া॥ সভাসদ পণ্ডিতেরে বলিলা তখন। দিনস্থির কর শুভলগ্ন শুভক্ষণ॥ মন্ত্রীর আদেশে সভাসদ ভট্টাচার্য্য। শুভক্ষণ শুভদিন করিলেন ধার্য্য॥ কর্ম্মচারিগণেরে করিলা অনুমতি। বিবাহের আয়োজন কর শীঘ্রগতি মন্ত্রীর আদেশ পাইয়া কর্ম্মচারিগণ। অবিলম্বে কৈল যত দ্রব্য আয়োজন॥ পত্রলিখি দেশে দেশে দূত পাঠাইলা। শুভলগ্ন পত্র শল্য রাজারে লিখিলা॥ পত্রিকা পাইবা মাত্রে শল্য নরপতি। পুলকে পুর্ণিত চিত্র আনন্দিতঅতি॥ মন্ত্রীরে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলা তখন। বিবাহের দ্রব্য সব কর আয়োজন॥ রাজার আদেশে মন্ত্রী অতি বিচক্ষণ। প্রস্তুত করিলা দ্রব্য যাহা প্রয়োজন॥ ইন্দ্রসেন নরপতি বসিয়া সভাতে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লয়ে অতি হরষিতে॥ নানা মতে শাস্ত্রালাপ বুধগণ সঙ্গে। আনন্দিত নরপতি শাস্ত্রের প্রসঙ্গে॥ বুধগণ সঙ্গেতে বিচার করি নানা। শুভক্ষণ শুভদিন করিলা গণনা॥ লগ্নপত্র লিখে দূত করিলা প্রেরণ। মগধ রাজ্যেতে শল্য রাজার সদন॥ অন্তঃপুরে নারীগণলয়ে রাজপুত্রে। হরিদ্রা লেপন করে কুমারের গাত্রে॥ নানা বাদ্য জয়ধ্বনি করে নারীগণ

নানা মতে করে সবে মঙ্গলাচরণ ॥ বিবাহ উৎসর্গে রাজা আনন্দিত মন ॥ দরিদ্র জনারে দেন নানা বিধ ধন ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে বিনয় করিয়া ॥ বিদায় করিলা অকাতরে ধন দিয়া ॥ নানামত নৃত্য গীত রাজ ভবনেতে। ভূপতি আনন্দ অতি হইলা মনেতে পঞ্চদশ দিবস এরূপ রাগরঙ্গ। অবিশ্রাম গান বাদ্য নাহি তাল ভঙ্গ ॥ নগরের লোক যত সদা আনন্দিত। দুঃখলেশ নাহি দিবানিশি হরষিত ॥ দিবা অবসান হইয়া আইল যামিনী। হেমকালে অস্তাচলে গেল দিনমণি ॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া। পারকর ভবার্ণবে পদতরী দিয়া ॥

রাজা ইন্দ্রসেনের সৈন্য সুসজ্জার্থে মন্ত্রী প্রতি আদেশ ॥

প্রভাতেতে নরপতি, হয়ে হরষিত অতি, মন্ত্রী প্রতি করিলা আদেশ। হয়ে অতি ত্বরান্বিত, সৈন্য কর সুসজ্জিত, যাইতে হইবে দূর দেশ ॥ পেয়ে রাজ অনুমতি, মন্ত্রী অতি দ্রুতগতি, সেনাপতি নিকটে চলিলা। যথা বসি সেনাপতি, ধীর বুদ্ধিমান

অতি,শীঘ্রগতি তথা উত্তরিলা॥ দেখি মন্ত্রী আগম
সেনাপতি বিচক্ষণ, বসিতে আসন দিয়া তা
বসাইয়া সমাদরে, জিজ্ঞাসেন মন্ত্রীবরে, কি কার
আইলে হেথায়॥ হয়ে আনন্দিত মন, কহিে
বিবরণ, চাহি সেনাপতির বদন। ভূপতির অনুম
ত্বরাকরি শীঘ্রগতি, সৈন্যগণ করহ সাজন॥ কুমারে
পরিণয়, শুন এই পরিচয়, ভূপতি করিলা অনুমতি
আপনি সুসজ্জ হয়ে, সৈন্যগণ সঙ্গে লয়ে, চল শী
যথা নরপতি॥ মন্ত্রীর শুনি বচন, হয়ে পুলকিত ম
সুসজ্জা করিছে সৈন্যগণ। ধনুশর হস্তে লয়ে, অ
পনি সুসজ্জ হয়ে, সেনাপতি করিছে গমন॥ অ
গজ আরোহণে, পদাতিক সৈন্যগণে, সঙ্গে ক
লইয়া চলিল। বিবিধ আয়ুধ করে,উল্লাসিত অন্তে
নৃপতি সম্মুখে উত্তরিল॥ দেখি রাজা সৈন্যগণ,হ
আনন্দিত মন, আজ্ঞা দিলা ডাকি সেনাপতি
লয়ে সব সৈন্যগণ, ত্বরায় কর গমন, মগধ রাজ্যে
শীঘ্রগতি॥ পেয়ে রাজ অনুমতি,সেনাপতি দ্রুতগ
সৈন্যগণ লইয়া চলিলা। সৈন্য কোলাহল শ
শুনিয়া সকলে স্তব্ধ, বসুমতী কম্পিতা হইলা
সৈন্যগণ আগমন, শুনিয়া শল্য রাজন, কহিে

মন্ত্রীরে ডাকিয়া। হয়ে মন্ত্রী অগ্রসর, করি অতি সমাদর, আন সবে শীঘ্রগতি গিয়া॥ পেয়ে নৃপ অনুমতি, হয়ে অতি দ্রুতগতি, সেনাপতি সঙ্গেতে লইয়া। যথা সব সৈন্যগণ, ত্বরায় করি গমন, উপনীত হৈলা দোঁহে গিয়া॥ যথা যোগ্য জনে জনে, ক্রমে বিনয় বচনে, সকলেতে করি সমাদর। বাসস্থলে সৈন্যগণে, দিয়া মন্ত্রী জনে জনে, উত্তরিলা রাজার গোচর॥

ইন্দ্রসেন রাজা কুমারের সহিত মগধ রাজ্যে গমন।

পয়ার। হেথা ইন্দ্রসেন রাজা আনন্দিত মনে। নানা রত্নে সাজাইয়া আপন নন্দনে॥ মুকুতা প্রবাল মণিময় আভরণ। পরিধান করাইলা বিচিত্র বসন॥ নানা রত্নে সুশোভিত হইলা কুমার। কন্দর্পের দর্প চূর্ণ হৈল রূপে তার॥ নগরের নারীগণ দেখিয়া কুমারে। অধৈর্য্য হইলা সবে স্মর পঞ্চশরে॥ রূপ দেখি নারীগণ হইয়া চঞ্চলা। স্থির নহে সকলেতে অস্থির হইলা॥ পরস্পর রামাগণ কহিতে লাগিলা।

কোন রমণীর জন্যে বিধাতা সৃজিলা ॥ কতব্রত করেছিল জন্ম জন্মান্তরে। সেই পুণ্য ফলে ধনী পাবে এইবরে ॥ এতবলি নারীগণ কুমারে দেখিয়া। চিত্রপুতলির ন্যায় রহিলা চাহিয়া ॥ এইরূপেনরপতি কুমারে লইয়া। গজপৃষ্ঠে উঠিলেন আনন্দিত হৈয়া অশ্বারূঢ় গজারূঢ় যত নৃপগণ। সঙ্গেতে চলিল অতি আনন্দিত মন ॥ আর আর অমাত্য বান্ধবগণ যত। পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন শতং ॥ নানা জাতি বাদ্য বাজিতেছে নানা স্বরে। সুমধুর স্বরে তায় মন প্রাণ হরে ॥ এইরূপে নরপতি কুমারে লইয়া। শল্যরাজ নগরেতে উত্তরিলা গিয়া ॥ দূত গিয়া বার্ত্তা দিল শল্য নরবরে। শুনিয়া ভূপতি অতি আনন্দ অন্তরে ॥ অগ্রসর হৈলা লয়ে সভাসদগণ। পদব্রজে নরপতি করিলা গমন ॥ ইন্দ্রসেন ভূপতির সম্মুখেতে গিয়া। গলবস্ত্রে করযোড়ে রহে দাঁড়াইয়া গজপৃষ্ঠ হৈতে ইন্দ্রসেন নরপতি। ভূতলে নামিল হয়ে হরষিত অতি ॥ শল্যরাজ করে ধরি ভূপতি তখন। মৃদুস্বরে কহিছেন মধুর বচন ॥ এত স্না মহারাজ কেনহে আমায়। অদেয় কি আছে ব আমার তোমায় ॥ এতবলি দোঁহাকার দোঁহে হ

ধরি। আনন্দ অন্তরে গিয়া প্রবেশিলা পুরি ॥ সভা মধ্যে উপনীত হৈল দুই জন। গাত্রোত্থান করে যত সভাসদগণ ॥ সভাস্থ সমস্ত লোক উঠি দাণ্ডাইল। যথা যোগ্য সকলেতে সম্মান করিল ॥ সভামধ্যে দুই জনে কুমারে লইয়া। বসিলেন গিয়া অতি আনন্দিত হৈয়া ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণ চৌদিগে বেষ্টিত। তেজস্বী তপস্বী যেন তপন উদিত ॥ বিচার করেন নানা শাস্ত্রের প্রসঙ্গে। আগম নিগম নানা শ্রুতি বেদ অঙ্গে ॥ ভাটে করে ভূপতির কুলের বর্ণন। শ্রবণে সভাস্থ সবে আনন্দিত মন ॥ শ্রীনাথে করুণা ময়ী করুণা করিয়া। ভবার্ণবে পার কর পদতরী দিয়া ॥

রাজপুত্রের বিবাহ।

দিবা অবসান হৈল উপনীত নিশি। গগণে উদয় ষোলকলা পূর্ণ শশী ॥ শুভলগ্ন অনুসারে লইয়া কুমারে। স্ত্রী আচার অন্তঃপুরে নারীগণ করে ॥ শঙ্খ বাদ্য গান বাদ্য কোলাহল ধ্বনি। আনন্দ অন্তরে করে যতেক রমণী ॥ দেখি যত নারীগণ

কুমারের রূপ। স্মরানল উত্তাপে উথলে রসকূপ
অধৈর্য্য হইলা সবে আশ্চর্য্য দেখিয়া। লজ্জা ভ
কুল মান সব পাসরিয়া॥ ধৈর্য্যাবলম্বন করি য
নারীগণ। পরস্পর কহে সবে মধুর বচন॥ যেম
সুরূপা কন্যা যোগ্যপাত্র তার। কি আশ্চর্য্য নির্ব্বন্ধ
দেখ বিধাতার॥ কুমারেরে রামাগণ লইয়া তখন
স্ত্রীআচার করে সবে আনন্দিত মন॥ অন্তঃপু
হৈতে বরে আনিয়া বাহিরে। পাত্রস্থ করিলা কন
অতি সমাদরে॥ পুনরায় অন্তঃপুরে বরে লয়ে গেল
চতুর্দ্দিগে নারীগণ ঘেরিয়া বসিল॥ মহানন্দে নৃত
গীত করে নারীগণ। বাসরে বসিয়া সবে হরষি
মন॥ কৌতুক করেন নানা কুমারের সঙ্গে। রজ
বঞ্চিলা সবে নানা রস রঙ্গে॥ রজনী প্রভাত হৈ
উদয় তপন। বাহিরে আইলা তখন রাজার নন্দন
দরিদ্র দুঃখিতগণ নগরের যত। রাজার ভবনে স
হৈলা উপনীত॥ যথা যোগ্য ধনদান সভারে করিলা
আনন্দ অন্তরে সবে বিদায় হইলা॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডি
গণে অতি সমাদরে। নানা রত্নধন দান করি স
কারে॥ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি কহেন বচন॥ আশী
র্ব্বাদ দম্পতীকে কর মুনিগণ। রাজার বিনয়ে তু

হইয়া সকলে। আশীর্ব্বাদ করিলেন অতি কুতূহলে।
শল্য রাজ প্রতি ইন্দ্রসেন নরপতি। কহিতে লাগিল
রাজা মধুর ভারতী॥ দম্পতিরে নরপতি করহ
বিদায়। আপনি সত্বর তুমি হও নররায়॥ বহুদিন
আসিয়াছি তোমার ভবনে। এক্ষণে বিদায় কর
আনন্দিত মনে॥ ইন্দ্রসেন ভূপতির বচন শুনিয়া।
শল্য নরপতি কন মিনতি করিয়া॥ কেমনে এমন
বাক্য বলিলা আপনি। আমার ভবন এই অপূর্ব্ব
কাহিনী॥ পূর্ব্বেতে প্রভেদ ছিল এখন তা নয়।
আমি তব পরিবার জানিহ নিশ্চয়॥ সলজ্জিত হয়ে
রাজা কহেন বচন। তুমি আমি ভিন্ন নহি স্বরূপ
বচন॥ লৌকিক কিবল মাত্র আছয়ে প্রভেদ। নতু-
বা হে এক আত্মা সিদ্ধ হয় বেদ॥ আত্ম তত্ত্ব এই
বটে লৌকিক তা নয়। আত্ম তত্ত্ব বিচারে ঈশ্বরে
হয় লয়॥ সে জ্ঞানে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ না হয়।
অতএব ভেদ জ্ঞান করিতেছে হয়॥ ইন্দ্রসেন বচনে-
তে শল্য নরপতি। পুলকে পুর্ণিত চিত্র হরষিত অতি
সমাদরে শল্য রাজা করি আলিঙ্গন। কহিতে লাগিলা
হয়ে আনন্দিত মন॥ সদত আমারে রাজা রাখিবে
মনেতে। বিস্মৃত আমারে না হইবে কোন মতে॥

এতবলি অন্তঃপুরে করিলা গমন। রাণীর নিকটে গিয়া বসিলা রাজন॥ কহিতে লাগিলা হয়ে সজল নয়ন। বিষাদিত নরপতি মলিন বদন॥ প্রাণে সমান কন্যা বিদায় করিয়া। কেমনে রহিব ঘ ধৈরয ধরিয়া॥ রাজার বিলাপে রাণী লাগিলা ক ন্দিতে। ঝর ঝর অশ্রু ধারা বহে নয়নেতে॥ সজ নয়নে নৃপে লাগিলা কহিতে। থাকিতে এ প্র কন্যা না দিব যাইতে॥ প্রাণের তনয়া আমি বিদ করিয়া। জুড়াব এ প্রাণ বল কাহারে দেখিয়া॥ ণীর বচনে রাজা বলিলা বচন। অধৈর্য্যা হৈও না ধৈর্য্যাবলম্বন॥ শীঘ্রগতি বিদায় করহ নন্দিনী এত বলি উঠি রাজা আইলা বাহিরে। বর ক লয়ে রাণী করায় ভোজন। বিদায় করিলা হয়ে স ল নয়ন॥ শিবিকায় আরোহণ করায়ে কন্যা কান্দিতে লাগিলা রাণী গিয়া অন্তপ্পুরে॥ ইন্দ্র নরপতি বরকন্যা লয়্যা। গজ পৃষ্ঠে আরো আনন্দিত হইয়া॥ শল্য নরপতি নৃপ সম্ আসিয়া। বিবিধ বচন কহে মিনতি করিয়া॥ আ রাখিবে মনে নাহি পাসরিবে। কুশল সম্বাদ সদত লিখিবে॥ এত বলি শল্য রাজা হইয়া বিদ

সসৈন্যে চলিলা রাজ্যে ইন্দ্রসেন রায় ॥ নদ নদী বন ছাড়াইয়া নানা দেশ। চন্দ্রদ্বীপ নগরেতে করিলা প্রবেশ॥ লোক মুখে শুনি রাণী পুত্র আগমন। আবাহন করিলা যতেক নারীগণ ॥ শঙ্খধ্বনি নানা মতে মঙ্গলাচরণ। আনন্দ অন্তরে করে যত নারীগণ ॥ ভবনে গমন কৈল দম্পতীরে লয়ে। অন্তঃপুরে প্রবেশিল আনন্দিত হয়ে ॥ বর কন্যা প্রণমিলা রাণীর চরণে। আশীর্ব্বাদ কৈল রাণী সহাস্য বদনে ॥ পুত্র পুত্রবধূ রাণী লইয়া তখন। নানা মতে করাইলেন দোঁহারে ভোজন ॥ অন্তঃপুরে ছিল যত নগর রমণী। অকাতরে ধনদান করিলেন রাণী ॥ পাইয়া প্রচুর ধন যত নারীগণ। আশীর্ব্বাদ করি সবে করিলা গমন॥ নরপতি হর্ষ অতি বসিয়া সভায়। ধন বিতরণ করে কল্পতরু প্রায় ॥ শ্রীনাথে করুণা ময়ী করিয়া করুণা। বিতর কমল পদ মকরন্দ কণা ॥

একদিন নরপতি বসিয়া সভায়। ব্রাহ্মণপণ্ডিত চতুস্পার্শ্বে শোভা পায় ॥ আত্মতত্ত্ব বিচার করেন নরপতি মনেতে ভূপতি হয়ে আনন্দিত অতি ॥ বিষয়ে বৈরাগ্য হয়ে চিন্তিলেন মনে। প্রয়োজন নাহি আর এই রাজ্য ধনে ॥ অনিত্য সংসার এই সকলি অসার।

নিত্য বস্তু ভগবান পদ করি সার ॥ অতুল ঐশ্ব
ভোগ হৈল নানা মতে। স্থায়িত্ব কিছুই আমি
দেখি ইহাতে ॥ সকলি অনিত্য নিত্য নহে রা
ধন। সঙ্গে নাহি যাবে হৈলে শরীর পতন ॥ এবে
বিচার রাজা করি মনে মনে। মৌন হয়ে বসি
রহিলা ধরাসনে ॥ হেন কালে রাজপুত্র তথা
নীত। ধরাসনে পিতারে দেখিয়া বিষাদিত ॥
যোড়ে করি নৃপে কহেন বচন। চিন্তিত অন্তর পি
কিসের কারণ ॥ চন্দ্রকুমারেরে রাজা দেখিয়া নয়
সজল নয়নে নৃপ কহেন নন্দনে ॥ বৃদ্ধ হইয়াছি
কার্য্য নাই রাজ্য। অরণ্যে যাইব মনে করিয়
ধার্য্য ॥ উপযুক্ত পুত্র তুমি রাজ্য ভোগ কর। অর
যাইব মনে হইওনা কাতর ॥ পুত্র সম প্রজাগণ
পালন। প্রজার পীড়ন না করিবে কদাচন ॥
প্রতিদৃষ্টি যেন অনুক্ষণ রয়। যথা ধর্ম্ম তথা জয় বুধ
কয় ॥ ইন্দ্রসেন নরপতি এতেক কহিয়া। কান
প্রবেশিলা পুত্রে রাজ্য দিয়া ॥ সমাধি করিয়া
লেন নরপতি। শুদ্ধচিত্ত হয়ে অতি আনন্দিত
পিতৃ শোকে রাজপুত্র হইয়া কাতর। দুনয়নে
ধারা বহে নিরন্তর ॥ চিত্রসেন ডাকি তবে

দন। কহিতে লাগিলা হয়ে সজলনয়ন ॥ চিরকাল
দুঃখ করিনু ভ্রমণ। সে দুঃখ সহিয়া ছিনু পিতার
কারণ॥ এখন ত্যজিয়া পিতা গেলেন কাননে।
পিতৃহীন হয়ে গৃহে রহিব কেমনে॥ চিত্রসেন শুনি
দ্রকুমার বচন। কহিতে লাগিলা হয়ে মলিনবদন॥
রকাল কারো নাহি থাকে মাতা পিতা। কিকারণ
কারণ খেদ কর বৃথা॥ চিরস্থায়ী নহে কেহ জগৎ
সংসারে। মহাকাল গ্রাস কেহ এড়াইতে নারে॥ জন্ম
হলেমৃত্যুহয় বিধাতা লিখন। অন্যথা নাহিক ইথে
বেদ বচন॥ বৃথা কেন রাজপুত্র করিছ রোদন।
নাহিহয় মহাপাপ শাস্ত্রের লিখন॥ চিত্রসেন বাক্যে
নে প্রবোধ পাইয়া। রাজপুত্র ক্ষণেক রহেন মৌন
ইয়া॥ শোক ত্যজি রাজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া।
মন্ত্রণা করেন চিত্রসেনেরে লইয়া॥ পুত্র সম প্রজা-
গণ করেন পালন। মহাসুখী সকলেতে আনন্দিত
মন॥ কিছু দিন পরে রাণী হৈলা গর্ব্ভবতী। ক্রমে
শশীকলা তুল্য হইলা উন্নতি॥ পূর্ণকালে ধরাতলে
প্রসবে নন্দন। নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্ক রাজকুমার বদন॥
দেখি পুরবাসীগণ হৈলা চমৎকার। পরস্পর কহে
সবে দেখিয়া কুমার॥ মানব লীলার ছলে দেব

অবতার। উত্তরিলা ধরাতলে ভবনে রাজার ॥ মনু-ষ্যের হেন রূপ কভুনাহি দেখি। রূপের লাবণ্য দেখি জুড়ালো গো আঁখি ॥ প্রসেনী বাহিরে গিয়া রাজারে জানায়। শুনি হরষিত চিত্ত হৈলা নররায় ॥ অন্তপ্পুরে গিয়া রাজা কুমারে দেখিয়া। অনিমিখ নয়নেতে রহেন চাহিয়া ॥ রূপের লাবণ্য দেখি বিচারেন মনে। দেবতা লীলার ছলে আমার ভবনে॥ জন্মিলা আসি এই বালকের রূপে। মনুষ্যের হেন রূপ নহে কোনরূপে॥ অপরূপরূপ দেখি বিস্ময় ভু-পতি॥ বাহিরেতেনরপতিগিয়া শীঘ্রগতি॥ মন্ত্রীপ্রতি অনুমতি করিলা রাজন। দুঃখিত দরিদ্রে কর ধন বিতরণ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া মন্ত্রী গিয়া ধনাগারে। মনের বাঞ্ছিত ধন দিলেন সবারে॥ অদৈন্য হইয়া সবে আনন্দিত মনে। আশীর্ব্বাদ করে সবে রাজার নন্দনে॥ চন্দ্রদ্বীপ নগরেতে মহা মহোৎসব। আনন্দ সাগরে মগ্ন জয়ধ্বনি রব॥ দুঃখিত দরিদ্র দ্বিজ পাইয়া বহু ধন। অতি হরষিত মতি হৈলা সর্ব্বজন॥ নানা মত গান বাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে। ভুপতি প্রফুল্ল অতি হইলা অন্তরে॥ এক পক্ষ এই-রূপ রাজ ভবনেতে। আনন্দ উৎসব রব হয় নানা

ন্ত ॥ ছয় মাসে অন্নদিলা দিন শুভক্ষণে। চিত্ররথ
দিলা রাজার নন্দনে ॥ দিনে দিনে বৃদ্ধি হয়
রাজার কুমার। অপরূপ রূপ যেন দ্বিতীয় কুমার ॥
পঞ্চম বৎসর যখন হইল অতীত। শুভক্ষণে আনা-
য়া গুরু পুরোহিত ॥ আচার্য্যেরে কুমারে করিলা
মর্পণ। বিধি অনুসারে করাইতে অধ্যয়ন ॥
আচার্য্য কুমারে লয়ে অতি শুভক্ষণে। নানা মতে
শিক্ষাদেন রাজার নন্দনে ॥ কিছু দিন শিক্ষা পাইয়া
রাজার নন্দন। সর্ব্বশাস্ত্রে বিলক্ষণ হৈলা বিচক্ষণ।
আচার্য্য কুমারে লয়ে রাজার সভায়। উপনীত হৈলা
গিয়া যথা নররায় ॥ আচার্য্যে দেখিয়া রাজা করিয়া
মনতি। করযোড়ে জিজ্ঞাসা করেন নরপতি ॥
কি কারণে আগমন লইয়া কুমারে। শুনিতে বাসনা
বড় হয়েছে অন্তরে ॥ রাজার বিনয়ে তুষ্ট আচার্য্য
হইয়া। ভূপতিরে কহিছেন আশীষ করিয়া ॥ পরী-
ক্ষা করহ রাজা তোমার নন্দন। কি পর্য্যন্ত হইয়াছে
শাস্ত্রে অধ্যয়ন ॥ সভাসদ পণ্ডিতগণেরে নরপতি।
পুত্রের পরীক্ষা লইতে কৈলা অনুমতি ॥ শ্রীনাথে
করুণাময়ী করুণা করিয়া। ভবার্ণবে পার কর পদ-
তরী দিয়া ॥

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য কুমার। নানা মতে শাস্ত্রালাপ করেন কুমার॥ বিচারে হইয়া তুষ্ট যত বুধগণ। ধন্য ধন্য প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন॥ শুন মহারাজ এই তোমার নন্দন। সর্ব্ব শাস্ত্রে হইয়াছে অতি বিচক্ষণ॥ শুনি নরপতি অতি হরিষ অন্তরে। ক্রোড়ে করি লইলেন আপন কুমারে॥ লক্ষ লক্ষ চুম্বদিয়া কমল বদনে। কহিতে লাগিলা ভূপ অমিয় বচনে॥ বহুদিনান্তরে বাছা দেখিয়া বদন। আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈল মম মন॥ এ রাজ্য তোমার পুত্র, তুমি হও রাজা। পুত্রসম পালন করহ সব প্রজা॥ এত বলি মন্ত্রী প্রতি কৈলা অনুমতি। পুত্রে অভি-ষেক মন্ত্রী কর শীঘ্রগতি॥ পুত্রে রাজ্য দিয়া আমি বনে প্রবেশিব। নিত্যবস্তু ভগবান পদ আরাধিব॥ অনিত্য বিষয় ভোগ হৈল নানা মতে। সুখবোধ মনেতে না হৈল কোন মতে॥ চিত্তেতে নাহিক আর বিষয় বাসনা। বনে প্রবেশিয়া করি ঈশ্বর সাধনা॥ এতবলি মৌন হয়ে রহিলা রাজন। ইঙ্গিতে বুঝিলা তখন মন্ত্রী বিচক্ষণ॥ গুরু পুরোহিত আনি দেখি শুভক্ষণ। রাজপুত্রে অভিষেক কৈলা ততক্ষণ॥ সভাসদ পাত্রমিত্র গণেরে চাহিয়া। কহিতে লাগিলা

বিনয় করিয়া ॥ অতিশিশু চিত্ররথ আমার
ভাল মন্দ কিছু নাহি জানে কদাচন ॥
মি সর্ব্বশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ। তেকারণে সম-
ামারে নন্দন ॥ সদত কুমারে হিত উপদেশ
বেদবিধি মত কর্ম্ম করিতে কহিবে ॥ অবি-
প্রজাগণ দুঃখিত অন্তরে। কাতর হইয়া যেন
না করে ॥ অধিক তোমারে বলা নাহি প্রয়ো-
র্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি অতি বিচক্ষণ। এতবলি
া সঙ্গেতে করিয়া। কাননে প্রবেশে রাজা
তে হৈয়া ॥ চিত্ররথ কিছু দূর চলিলা সঙ্গেতে
পশ্চাতে যান কান্দিতে কান্দিতে ॥ প্রবোধ
ত পুত্রে সান্ত্বনা করিয়া। বিদায় করিলা নানা
াইয়া ॥ প্রবেশ করিলা দোঁহে গহন কননে।
করিয়া বসিলেন যোগাসনে ॥ রাজপুত্র
চ করিয়া গমন। পিতৃ শোকে উচ্চৈঃস্বরে
রাদন ॥ ক্ষণেকেতে চিত্ররথ শোক তেয়া-
অন্তঃপুর মধ্যে রাজা প্রবেশিলা গিয়া ॥
াছে নারীগণ পড়িয়া ভূতলে। অবিশ্রাম
াছে নয়নের জলে ॥ নানামতে বুঝাইয়া
াগণে। প্রবোধ পাইলা চিত্ররথের বচনে ॥

সান্ত্বনা করিয়া রাজা বাহিরে আসিয়া। বসি সিংহাসনোপরে বার দিয়া॥ গুরু পুরোহিত মন্ত্রীরে লইয়া। রাজ কার্য্য করিছেন আনন্দিত হৈ সুবিচারে মহাসুখী হৈয়া প্রজাগণ। প্রশংসা রাজ সবে করে সর্ব্বক্ষণ॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী ক করিয়া। ভবার্ণবে পার কর পদ তরি দিয়া॥

চন্দ্রের পৃষ্ঠেতে সিন্ধু যোজন করিয়া। অ দক্ষিণেতে অশীতি নিয়োজিয়া॥ ইহাতে শকাব্দার নিরূপণ। যুক্ত করি বুঝিবে পণ্ডিত গণ॥ সুধাকর পরে ঋতু রাখিবে দক্ষিণে। দিন ইহাতে বুঝিবে বিজ্ঞজনে॥ তুলা রাশি মাসে পতি গুরুবারে। সমাপ্ত করিলাম যথা সাধ্য সারে॥

সমাপ্তঃ।

সান্ত্বনা করিয়া রাজা বাহিরে আসিয়া। বসি সিংহাসনোপরে বার দিয়া॥ গুরু পুরোহিত মন্ত্রীবরে লইয়া। রাজ কার্য্য করিছেন আনন্দিত হৈ সুবিচারে মহাসুখী হৈয়া প্রজাগণ। প্রশংসা রাজ সবে করে সর্ব্বক্ষণ॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী ক করিয়া। ভবার্ণবে পার কর পদ তরি দিয়া॥

চন্দ্রের পৃষ্ঠেতে সিন্ধু যোজন করিয়া। অ দক্ষিণেতে অশীতি নিয়োজিয়া॥ ইহাতে শকাব্দার নিরূপণ। যুক্ত করি বুঝিবে পণ্ডিত গণ॥ সুধাকর পরে ঋতু রাখিবে দক্ষিণে। দিন ইহাতে বুঝিবে বিজ্ঞজনে॥ তুলা রাশি মাসে পতি শুক্রবারে। সমাপ্ত করিলাম যথা সাধ্য সারে॥

সমাপ্তঃ।